



রাজ্যের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। এই টাকা বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানো এবং আরও অন্যান্য প্রযুক্তিগত উন্নতিসাধনের জন্য ব্যবহার করা হবে। ...বিস্তারিত পাতা ৩



বন্ধ রয়েছে ১০০ দিনের কাজ। কাজ করেও টাকা পাননি অনেকেই। বর্তমানে জেলায় কাজ নেই। রোজগার না থাকায় পরিবারে দেখা দিয়েছে অভাব-অনটন। তাই ভিন রাজ্যে কাজের তাগিদে পাড়ি দিচ্ছেন পুষ্কিয়ার শ্রমিকরা। ...বিস্তারিত পাতা ৫



পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) থেকে নেতা-নেত্রীদের পদত্যাগের হিড়িক। যা নিয়ে পিটিআই প্রধান তথা প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে কটাক্ষ করলেন দেশটির ভাইস প্রেসিডেন্ট মরিয়ম নওয়াজ। ...বিস্তারিত পাতা ৬



উত্তরপ্রদেশে নিজের বাড়ি আলিগড় পৌঁছে গিয়েছেন রিকু সিং। তিনি পৌঁছেতেই এলাকার মানুষ নিজেরদের ছেলেকে বরণ করে নেয়। রিকু সকালে নিজের ছোটবেলার ক্রিকেট একাডেমিতে যেতেই তাকে ঘিরে ধরেন জুনিয়র ক্রিকেটাররা। ...বিস্তারিত পাতা ৮

‘আমরাও ছেড়ে কথা বলব না’ বীরবাহার পাল্টা সুর চড়ালেন কুড়মি নেতা অজিত মাহাত



দুরন্ত বার্তা, শালবনি, ২৭ মেঃ কোনও কুড়মি নেতাকে ছাড়ব না, শুক্রবার কনভয়ে হামলার ঘটনার পর ক্ষোভ উগরে বলেছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাসদার। এবার পাল্টা ঝঁশিয়ারি দিলেন কুড়মি নেতা অজিত মাহাত। তিনিও বললেন, “কুড়মি নেতাদের প্রেতর করে সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করলে ছেড়ে কথা বলব না।” বস্তুত, তৃণমূলের ‘নব জোয়ার’ কর্মসূচি থেকে ফেরার পথে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মন্ত্রী বীরবাহা হাসদার কনভয়ে হামলার অভিযোগ ওঠে কুড়মি আন্দোলনকারীদের একাংশের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় শনিবার সকারেই চারজনকে আটক করেছে পুলিশ। তবে হামলাতে যে কোনওভাবেই কুড়মি জড়িত

নন তা বারোবারে দাবি করেছেন আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। এমনকী আসল ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তেরও দাবি জানান তারা। এ দিন তিনি বলেন, “গতকাল যেটা হয়েছে দুঃখজনক ঘটনা। আমাদের কোনও লোক ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয়। অথচ আদিবাসী কুড়মি সমাজের নাম করা হচ্ছে। আমাদের কোনও কর্মীকে প্রেতর করে সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করতে চায় আমরা ছেড়ে কথা বলব না। আমরাও সেইভাবে তৈরি হব। ঘটনার নিন্দা করছি। তবে সঠিক বাজিকে প্রেতরার দাবি জানাচ্ছি। আদিবাসী কুড়মি সমাজের কেউ ঘাঘড় ঘেরা কর্মসূচিতে ছিল না। ঘাঘড় ঘেরার সঙ্গে আমাদের কর্মসূচির কোনও সম্পর্ক নেই।” শুক্রবার রাতে গড় শালবনিতে ঢোকায় সময় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়ে হামলার ঘটনায় সরকারি সম্পত্তি নষ্টের অভিযোগে পিডিপি ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। একইসঙ্গে খুনের চেষ্টার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩০৭ ধারায় মামলা করা হয়েছে, যা জার্মিন অযোগ্য। অন্যদিকে, অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে মন্ত্রী বীরবাহার তরফ থেকেও।

‘ক্ষমা চাইছি, রাজনীতি করতে আসিনি’ এগরার খাদিকুল গ্রামে নিয়োগপত্র দিলেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, এগরা, ২৭ মেঃ শনিবার পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার খাদিকুল গ্রামে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ মাসের শুরুতেই এই গ্রামের বাসিন্দা ভানু বাগের অবৈধ বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে ১১ জনের মৃত্যু হয়। নিহদের মধ্যে ছিলেন ভানু বাগ নিজেও। খাদিকুল গ্রামে পৌঁছেই নিহত এবং আহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী। আগেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নিহত এবং আহতদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করা হয়। এ দিন খাদিকুল গ্রামে সেই পরিবারগুলির সদস্যদের হাতে ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “এই ঘটনা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে আমরা একটা কমিটি তৈরি করেছি। কমিটির রিপোর্ট আসতে দু মাস সময় লাগবে। যারা এই বাজি তৈরির সঙ্গে যুক্ত তাদের জীবিকা যাতে নষ্ট না হয় আমরা দেখব। আবার তাঁদের নিরাপত্তার বিষয়টিও দেখা হবে। আমরা পরিবেশবান্ধব বাজি তৈরির জন্য ক্লাস্টার তৈরি করব। যেখানে যেখানে বাজি কারখানা আছে, সেখানে জনবহুল এলাকার বাইরে আমরা এই ক্লাস্টার তৈরি করে দেব। অনেকে পয়সার লোভে বেআইনি বাজি তৈরি করে। অনেকে টাকার লোভে এসব করে। নিজেও মারা গেল, সঙ্গে অনেকে নিয়ে গেল। আমরা ঘটনার দিন থেকেই যোগাযোগ রেখেছি। আমরা উদ্দেশ্য মানবিক। মানুষ চলে গেলে তার পরিবার পড়ে থাকে। এসব নিয়ে অনেকে রাজনীতি, জলখোলা করেছে। আমি মানবিক সাহায্যের হাত বাড়াতো এসেছি। রাজনীতি করতে



নয়।” মুখ্যমন্ত্রী জানান, যারা এই দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন, তাদের পরিবারকে আড়াই লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। পাশাপাশি, পরিবারের একজন সদস্যকে নিয়ে গেল। আমরা ঘটনার দিন থেকেই যোগাযোগ রেখেছি। আমরা উদ্দেশ্য মানবিক। মানুষ চলে গেলে তার পরিবার পড়ে থাকে। এসব নিয়ে অনেকে রাজনীতি, জলখোলা করেছে। আমি মানবিক সাহায্যের হাত বাড়াতো এসেছি। রাজনীতি করতে

বজাঘাতে নিহতদের পরিবারকেও ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। এ দিন খাদিকুল গ্রামে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, কিছু পুলিশে হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হবে বলা জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ দিন খাদিকুল গ্রামের মঞ্চ থেকেই নিহতদের পরিবারের সদস্যদের হাতে ক্ষতিপূরণের টাকা এবং নিয়োগ পত্র তুলে দেওয়ার তিনি। একই সঙ্গে গোয়েন্দা ব্যর্থতার কথাও

শোনা যায় তাঁর মুখে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আমি স্থানীয় মানুষকে বলব বেআইনি বাজি কারখানা দেখলে ওসিকে রিপোর্ট করবেন। ওসি অ্যাকশন না নিলে আমাকে বলবেন, আমি সরিয়ে দেব। উপরমহলে যারা আছেন তাঁদের যদি ইন্টেলিজেন্স কাজ করত, এত বড় ঘটনা ঘটত না। আর যেন এরকম না হয়। কিছু দৃষ্ট লোক যারা বেআইনি বাজি করছে তাদের বিরুদ্ধে আমি ব্যাবস্থা নেব।” এদিন পশ্চিম মেদিনীপুরের

গোষ্ঠী কোদল নিয়ে সরব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জুন মালিয়া পেলেন ফুল মার্কস। অন্যদিকে বকা খেলেন মেদিনীপুরে দলের সভাপতি সুজয় হাজরা। মমতা এদিন সভা থেকে বলেন, “জুন মালিয়া এলাকায় ঘোরো। সুজয় তুমি জ্বনের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে। আমাকে বাধ্য কোরো না ব্যবস্থা নিতে। শিউলির সাথে কেশপুরে ঝামেলা মেটাও।” ভরা সভা থেকে মমতা আরও বলেন, “কেউ কেউ আবার অজিত মাইতিকে মানকে চাইছে না। অজিত তুমিও গ্রুপ কমাও। কেশিয়ারিতে ঝামেলা মেটাও। না হলে আমি তোমাদের বদলে দেব। দীনেন রায় আগের মতো এফেক্টিভ হও। শুধু দোকান বসলে হবে না। মানুষের দোকানে যাও।” মমতা আরও বলতে থাকেন, “শ্রীকান্ত মাহাতো কত বড় নেতা! ওদিকে মাহাতোদের কথা বলতে পারে না। চারবার চিঠি দিয়েছি, কেন বলতে পারল না? আমরা কী চোর না ডাকাতি? জোর গলায় বলবে। উত্তরা সিংহ তোমাকে জেলা পরিষদে উত্তর দিতে হবে রাস্তাগুলো করে। ঘাটালে সমস্যা আছে। ঠিক করে করুন। দেবকেও ডাকুন। চন্দ্রকোণায় ভালো ভাবে দেখুন। দেব ও অপরূপাকে নিয়ে বুধ দেখবেন।” মমতা আরও বলেন, “ছমায়ন কবীর ডেবরায় সমস্যা আছে। প্রশাসনিক কাজ আর রাজনীতি আলাদা। মানস ভূইয়া শুধু সবং করলে চলবে? মাদুরকাটি, সুইমিং পুল করলে হবে! আপনি তো রাজ্যের মন্ত্রী, জেলাটা আপনার। বিক্রম দা আপনি ওড়িশা সীমান্তে অবৈধ বাজির রিপোর্ট নিয়ে জেলাশাসক, পুলিশ সুপার আর আমাকে দেখেন।”

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন তৈরিতে খরচ হচ্ছে ১৪,৪৫০ কোটি? উত্তর দিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৭ মেঃ রাজপথ ও তার আশেপাশের ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ ভবনগুলিকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে নতুন মোড়কো। সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পের অধীনে এই সংস্কার ও নির্মাণের কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে কর্তব্য পথ ও নতুন সংসদ ভবন। এখনও বাকি প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপতি ভবন, কমন সেক্রেটারিয়েট, এগজেকিউটিভ এনক্রেড, সেন্ট্রাল কনফারেন্স সেন্টার সহল একাধিক বিল্ডিং তৈরি করা হবে। এরমধ্যে বিরোধীদের একাংশের দাবি, শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন তৈরি করার জন্য খরচ হচ্ছে ১৩ হাজার ৪৫০ কোটি টাকা! এই দাবি কি সত্যি? কেন্দ্রের তরফে বিরোধীদের এই দাবি সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পের পরিবেশ সংক্রান্ত ছাপত্র-



র জন্য যে আবেদন পাঠানো হয়েছিল, তাতে গোটা প্রকল্পের জন্য আনুমানিক খরচ ১৩ হাজার ৪৫০ কোটি টাকা উল্লেখ করা হয়েছিল। এই খরচের মধ্যে একাধিক প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন, উপরাষ্ট্রপতির বাসভবন, সেন্ট্রাল কনফারেন্স সেন্টার, এগজেকিউটিভ এনক্রেড, কমন সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েটও অন্তর্ভুক্ত। তবে এই প্রকল্পের বরাদ্দগুলি এখনও অনুমোদিত হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন তৈরির প্রসঙ্গে আরও জানানো হয়েছে, নতুন বাসভবন তৈরির জন্য এখনও টেন্ডার তৈরি করা হয়নি, সরকারের তরফে কোনও অনুমোদন দেওয়া হয়নি। এখনও অবধি শুধুমাত্র পরিবেশ সংক্রান্ত ছাপত্রই দাখিল করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে এবং যাবতীয় নিয়ম-প্রক্রিয়া মেনে এনকামেন্টস সার্টিফিকেট বা দায়বদ্ধতার সার্টিফিকেট পাওয়া গিয়েছে।

কর্নাটকে নতুন ২৪ মন্ত্রীর শপথ সিদ্ধারামাইয়ার মন্ত্রিসভার মোট সদস্য হল ৩৪

বেঙ্গালুরু, ২৭ মেঃ সম্প্রসারিত হল কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকারের মন্ত্রিসভা। ২৪ জন মন্ত্রী শনিবার শপথ নিয়েছেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়ার কাবিনেটের মন্ত্রী



হিসাবে। কর্ণাটকের রাজ্যপাল ভাণ্ডারীচাঁদ সেহলটের উপস্থিতিতে মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন কর্ণাটকের এই ২৪ বিধায়ক। এ নিয়ে কর্ণাটকে মোট মন্ত্রীর সংখ্যা হল ৩৪। দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে সম্প্রতি ক্ষমতা দখল করেছে কংগ্রেস। ২০ মে শপথ নেয় সেই সরকার। সে দিন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন সিদ্ধারামাইয়া এবং উপমুখ্যমন্ত্রী

হিসাবে শপথ নেন ডিকে শিবকুমার। এই দুজন ছাড়াও মোট ১০ জন শপথ নিয়েছিলেন। শনিবার কর্ণাটকে মন্ত্রী হিসাবে যারা শপথ নিয়েছিলেন, তারা হলেন এইচকে পাটিল, কৃষ্ণ

বাইরেগৌড়া, এন চেলুভারায়াম্মী, কে ভেক্টেশ, এইচসি মহাবোবা, ঈশ্বর খান্ডে এবং কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট দীনেশ গুন্ডু রাও। এরা ছাড়াও সেখানে শপথ নিয়েছেন এন রাজম্মা, শরণাবাসাঙ্গা দরশানাপুর, শিবানন্দ পাটিল, রামাঙ্গা বালাঙ্গা, রুদ্রাঙ্গা পাটিল, মানকল বৈদ্য, লক্ষ্মী হেবলকর, রহিম খান, ডি সুধাকর, সন্তোষ লাড, এনএস

বোসেরাজু, সুরেশা বিএস, মধু বাঙ্গারাপ্পা, এমসি সুধাকর, বিনাগেন্ডা। কর্ণাটকে সম্প্রসারিত হওয়া মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে ৬ জন রয়েছেন লিঙ্গায়ত সম্প্রদায় থেকে ৪ জন রয়েছেন ভোকালািকা সম্প্রদায় থেকে। তিন জন এসসি এবং ২ জন এসটি এবং ৫ জন ওবিস। এক জন ব্রাহ্মণও রয়েছেন মন্ত্রীর তালিকায়। কর্ণাটকের মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ সংক্রান্ত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম এবং সিনিয়র ও জুনিয়রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। যদিও শনিবার শপথ নেওয়া মন্ত্রীরা কে কোন দফতরের দায়িত্ব নেবেন, সে ব্যাপারে এখনও কিছু জানানো হয়নি। নতুন মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণের আলোচনার জন্য গত তিন দিন ধরে দিল্লিতে ছিলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রী। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর নতুন মন্ত্রীদের তালিকা তৈরি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

অভিষেকের কনভয়ে হামলায় আটক ৪, খুনের চেষ্টা সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু

দুরন্ত বার্তা, শালবনি, ২৭ মেঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়ে হামলার ঘটনায় স্তব্ধপ্রত্যয়িত মামলা রুজু করল পুলিশ। ঘটনায় ইতিমধ্যেই চারজনকে আটক করা হয়েছে। শুক্রবার রাতে গড় শালবনিতে ঢোকায় সময় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়ে হামলার অভিযোগ ওঠে। ভাঙচুর হয় মন্ত্রী বীরবাহা হাসদার গাড়িতেও। সেই ঘটনায় রাজনৈতিক যড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছে শাসক দল। ওই ঘটনার পর অভিষেক বলেন, এই বিস্ফোরণের পিছনে কারা আছে, তা না জানালে প্রশাসন কড়া হাতে ব্যবস্থা নেবে। সেই ঘটনার ১২ ঘণ্টার মধ্যেই মামলা রুজু করেছে পুলিশ। মন্ত্রীর গাড়িতে ভাঙচুর হওয়ায় সরকারি সম্পত্তি নষ্টের অভিযোগে পিডিপি ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। একইসঙ্গে খুনের চেষ্টার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩০৭ ধারায় মামলা করা হয়েছে, যা জার্মিন অযোগ্য। অন্যদিকে, অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে মন্ত্রী বীরবাহার তরফ থেকেও। গাড়ি ভাঙচুর করার পাশাপাশি বীরবাহার গাড়ির চালককেও মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। সেই সঙ্গে আরও বেশ কয়েকজন ওই ঘটনায় আহত হয়েছে বলে অভিযোগ। ঝাড়গ্রাম জেলার পুলিশ সুপারের কাছে ওই ঘটনার রিপোর্ট তলব করা হয়েছে নবাবের তরফে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন ইতিমধ্যেই। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ ঝাড়গ্রাম থানায় মামলা দায়ের করে। শনিবার মোট চারজনকে পুলিশ আটক করেছে। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে তাদের নাম জানানো হয়নি।

ঝড়-বৃষ্টি কমলেও ফের বাংলায় সতর্কতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মেঃ সকাল থেকেই মুখতার আকাশের। কলকাতা-সহ পার্শ্ববর্তী একাধিক জেলায় সকাল থেকেই দেখা যাচ্ছে এই ছবি। কোথাও কোথাও আবার দু-এক পশলা বৃষ্টিও হতে দেখা যায়। দিকে বিগত সপ্তাহ থেকে রোজ বিকালেই দক্ষিণবঙ্গে দেখা গিয়েছে কার্লবিশাখীর দাপট। তবে এদিনের হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বলছে বিগত দিনের তুলনায় ঝড় কমে দক্ষিণের জেলাগুলিতে। রবি-সোম দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় হালকা বড়ো হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ ও হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বলছে মঙ্গলবার থেকে ধীরে ধীরে কমে বৃষ্টির দাপট। ফের তাপমাত্রা বাতবে গোটো রাজ্যে। এমনকী আগামী ৫ দিনের মধ্যে বেশ কিছু জেলায় পারা ৪০ ডিগ্রি পার করে যেতে পারে।



স্বাস্থ্য মন্ত্রক
এবং পরিবার কল্যাণ
ভারত সরকার

দু ফোঁটা প্রতিবার পোলিওর বিরুদ্ধে জয় বারবার



**পোলিও
দিবস
২৮ মে
রবিবার
২০২৩**

পশ্চিমবঙ্গ
(বসিরহাট, ডায়মন্ডহারবার, মালদা, মুর্শিদাবাদ,
উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হুগলি,
হাওড়া, কলকাতা এবং উত্তর দিনাজপুর)

ভারত পোলিও মুক্ত। কিন্তু পোলিও এখন কিছু দেশে আছে যা আবার ফিরে আসতে পারে। নিশ্চিত করুন আপনার সন্তানের সুরক্ষা। প্রতিবার পোলিও টিকা দেওয়া নিশ্চিত করুন, যাতে ভারত পোলিওর ওপর জয় অব্যাহত রাখতে পারে।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন- আশা / এএনএম / অক্ষনওয়াডি কর্মীদের সঙ্গে

কোভিড-১৯
স্ব স্বকীয় প্রোটোকল
পালন করুন



মাস্ক দিয়ে আপনার মুখ ও নাক
ঢাকতে তুলবেন না

২ গজ দূরত্ব বজায় রাখুন



হাত পরিষ্কার রাখুন



www.mohfw.gov.in |         

শেওড়াফুলিতে বন্ধ ট্রেন

দূরন্ত বার্তা, শেওড়াফুলি, ২৭ মে : শেওড়াফুলি তারকেশ্বর ব্রাঞ্চ লাইনে শেওড়াফুলি ও দিয়ার্ডা স্টেশনের মাঝে আজ ২৭ মে শনিবার রাত ১০.৩০ মিনিট থেকে কাল ১৮ মে রবিবার দুপুর ১২.৫৫ মিনিট অবধি ট্রাফিক ব্লক ও পাওয়ার ব্লক থাকবে থেকেই পূর্ব রেল সূত্রে জানানো হয়েছে। শনিবার রাত থেকে রবিবার দুপুর অবধি মোট ৮৫৫ মিনিট ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লক থাকবে। ফলে হাওড়া থেকে তারকেশ্বর, আরামবাগ, গোঘাট আপ এবং গোঘাট, তারকেশ্বর, আরামবাগ থেকে হাওড়া ডাউন শাখায় একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। এর ফলে বাড়তে পারে যাত্রী হয়রানী। শনিবার সকাল থেকেই এই সংক্রান্ত ঘোষণা মাইকের মাধ্যমে করা হয়েছিল সিঙ্গুর রেল স্টেশনে। পাশাপাশি এই শাখার একাধিক স্টেশনে রেলের তরফে নোটিশ লাগানো হয়েছে যাত্রীদের এই বিষয়ে অবগত করার জন্য। আজ শনিবার রাত ৯.০৫মিনিটে হাওড়া থেকে তারকেশ্বর যাওয়ার শেষ ট্রেন ছাড়বে। যেটি রাত ১০.০৩ মিনিটে সিঙ্গুর দিয়ে পাস করবে। আগামী কাল অর্থাৎ রবিবার ব্লক উঠে যাবার পরে হাওড়া থেকে প্রথম ট্রেন ছাড়বে দুপুর ১.০৫ মিনিটে। এবং তারকেশ্বর থেকে হাওড়া যাওয়ার ট্রেন ছাড়বে দুপুর ১.২৫ মিনিটে। এই সংক্রান্ত বিষয়ে সিঙ্গুর স্টেশনে মাইকিং করা হচ্ছে রেলের তরফে। উল্লেখ্য,হাওড়া-তারকেশ্বর শাখায় শেওড়াফুলি ও দিয়ার্ডা স্টেশনের মধ্যে আরসিসি বন্ধ লাগানোর কাজ করবে রেল কর্তৃপক্ষ। তাই আজ শনিবার রাত ১০.৩০ মিনিট থেকে আগামীকাল রবিবার দুপুর ১২.৫৫ অবধি শেওড়াফুলি ও দিয়ার্ডা স্টেশনের মধ্যে ট্রাফিক ব্লক নেওয়া হয়েছে।

জয়নগরে প্রতারনার অভিযোগে ধৃত ১

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২৭ মে : জয়নগর ২ নং ব্লকের এক ব্যক্তির কাছ থেকে ব্যবসার নামে লক্ষাধিক টাকা ধার নিয়ে না দেওয়ার অভিযোগে জয়নগর থেকে ধৃত এক জনকে শনিবার বকুলতলা থানা থেকে পাঠানো হল বারুইপুুর মহকুমা আদালতেরনতুনহাটের এক ব্যক্তি গত ১৯ই মে বকুলতলা থানায় অভিযোগ দায়েরের পরে তদন্তে নেমে বকুলতলা থানার পুলিশ স্ত্রুক্রবার জয়নগর থানার জয়নগর মজিলপুর টাউন থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে শনিবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুুর মহকুমা আদালতে পাঠায়।

সাইকেল চুরির ‘অপরোধে’ পিটিয়ে খুন

দূরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৭ মে : সাইকেল চুরির ‘অপরোধে’ গণপিটুনিতে প্রাণ গেল এক ব্যক্তির। অভিযোগ, চুরির করার ‘শাস্তি’ দিতে ওই ব্যক্তিকে গাছে বেঁধে ব্যাপক মারধর করা হয়। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির ডালনপ এলাকায়। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, হামলাকারীদের মারধরের ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে গোরক দাস নামের ব্যক্তির। এই ঘটনায় শনিবার সাতসকালে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ট্রুচুড়া থানার পুলিশ। এই ঘটনায় আটক করা হয় একজনকে। সূত্রের খবর, এদিন সাইকেল চুরির অভিযোগে ওঠে গোরক দাসের বিরুদ্ধে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয়রা গোরককে ধরে ফেলে এলাকার একটি গাছে বাঁধা হয়। এরপরই চুরির অপরাধে ব্যাপক মারধর করা হয় তাঁকে। আর তারাতাই মৃত্যু হয় গোরকের। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াতে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতত্ত্ব পাঠানো হয়। কিন্তু এই ঘটনায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কেন এই অমানবিক ঘটনা ঘটল? কীভাবে নিয়ন্ত্রণের হাতে আইন তুলে নিলেন স্থানীয়রা?

প্রতিদিন মাতৃ দিবস-মাতৃ দিবসে প্লাবিত অনুভূতি ও আবেগ

বিনয় সিংহ রায়, ২৭ মে : মা মেহে বাৎসল্য মমতা করুনা প্রেম ভালোবাসার আবেগের প্রতিমা। মাতৃ দিবসের পরবর্তী সময়ে মনের আবেগ অনুভূতি মনে প্রদোদা স্বাভাবিক ভাবেই হৃদয়ের মাঝে আরও প্রবল হয়ে ওঠে। শূন্যতা, দূর্বৃত্ত যন্ত্রনা মাগেই অসংখ্য মূর্ত্ত স্থান করে নেয় আমাদের মতো সন্তান-সন্ততির মনের আঙিনায়, যারা কালের নিয়মে মাতৃহারা। প্রবল হয়ে ওঠে আবেগ অনুভূতি ও শ্রদ্ধায় মাথা নিচু হওয়ার প্রবণতা। পৃথিবীর বুকে যিনি আলো দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন সেই জননীকে ধরণীয় বুকে আমার চিত্তে স্মরণ করা একটা নতুন সুযোগ এই মাতৃদিবস। বাদেদে মা আছেন তারা

নিষিদ্ধ বাজি নিয়ে পুলিশি তল্লাশি জারি, খবর পেলেই রেড করা হবে : হাওড়ার পুলিশ কমিশনার

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৭ মে : নিষিদ্ধ বাজি নিয়ে পুলিশি তল্লাশি জারি আছে। সেরকম কিছু খবর পেলেই রেড করা হবে। বললেন



হাওড়ার পুলিশ কমিশনার। স্ত্রুক্রবার সন্ধ্যায় এক অনুষ্ঠানে এসে তিনি জানান, বাজি নিয়ে একটি পলিসি ঠিক করা হয়েছে। কোনগুলো নিষিদ্ধ আর কোনগুলো নয় তা নিয়ে সরকার একটি পলিসি ঠিক করেছে। খুব শ্রীঘ্রই সেই পলিসি সরকার সকলের কাছে তুলে ধরবে। এদিন সন্ধ্যায় হাওড়ার

কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী। তিনি বলেন, কয়েকটি ঘটনায় মৃত্যু ঘটেছে। এই আগেও নিষিদ্ধ বাজির বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হত। এখন আরও বেশি করে অভিযান করা হচ্ছে। অবৈধ বাজি, বেআইনি শব্দবাজি যেখানে রাখা হয় সেখানেই অভিযান চালিয়ে সেই বাজি বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে।

নিয়ে তিনি বলেন, হেলমেট পরে গাড়ি চালানো, জেরে না গাড়ি চালানো, মদ না খেয়ে গাড়ি চালানোর জন্য বারোবারে বলা হয়। কিছুদিন আগে যৌথভাবে পরিদর্শন করে দেখা হয়েছিল কোন কোন এলাকা বেশি দুর্ঘনাপ্রবণ। কোনটা আমাদের ব্ল্যাকস্পট। অন্ধুরহাট, জালান গোট নং ১৩ ও ৬ এইসব

এলাকাগুলিতে যানবাহন বেড়েছে। গাড়ির সংখ্যা বেড়েছে। অনেক কারখানা হয়েছে। সেইজন্য ন্যাশানাল হাইওয়ে অথরিটিকে অনুরোধ করা হয়েছে ওখানে একটা আভারপাস করতে, না হয় ফুট ওভারব্রিজ করতে। আশা করব এই ব্যাপারে খুব তাড়াতাড়ি কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হাওড়ার নগরপাল আরও বলেন, এখানে রক্তদান শিবিরের পাশপাশি সেফ ড্রাইভ সেড লাইভ কর্মসূচি পালন করা হলো। পাশাপাশি ট্রাফিক সচেতনতা নিয়ে বাচ্চাদের মধ্যে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ছোট ছোট শিশুদের ট্রাফিক নিরাপত্তা নিয়ে অনেক ভাল জ্ঞান এটাও লক্ষ্য করা গেল। তাহলে বড়রা কেনে এখনও সচেতন নয় ? এখনও অনেক জনকে মাথায় হেলমেট ছাড়া বহিক চালাতে দেখা যায়। তাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সিটি পুলিশের ডিউসি সাউথ প্রতীক্ষা ব্যারখারিার, জগাছা থানার আইসি সতীনাথ চট্টরাজ, কোনা ট্রাফিক গার্ডের আইসি অতীন্দ্রনাথ মুখার্জি, কোনা ট্রাফিক গার্ডের সেকেন্ড অফিসার অমিত কুমার দাস সহ অন্যান্যরা।

এক জানালা নীতি চালু করছে রাজ্য

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মে : রাজ্যে পরিদেখ বান্ধব সবুজ বাজির উৎপাদনে উৎসাহ দিতে রাজ্য সরকার এক জানালা নীতি চালু করছে। রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দফতর পরিদেখ বান্ধব বাজি তৈরির জন্য আবেদন ও তার নিষ্পত্তির জন্য ওই বিশেষ পোটাল চালু করছে। দমকল, দুগ্ধ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের প্রয়োজনীয় ছাড়পত্রের জন্যেও ওই পোটাল থেকেই আবেদন জানানো যাবে। আগামী দু সপ্তাহের মধ্যেই ওই পোটাল চালু হয়ে যাবে এবং তা শিল্প সাথী পোটালের সঙ্গে যুক্ত করা হবে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে। সবুজ বাজি উৎপাদনকারীদের লাইসেন্স পাওয়ার শর্তাবলী স্থির করতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দফতর একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারোটিং প্রসিডিওর বা এস ও পি তৈরির কাজে হাত দিয়েছে। যা সমস্ত জেলাশাসকদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

আজও সামান্য ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা, রবিবার থেকে চড়তে থাকবে পারদ

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মে : দিনে ঘামে ভেজা শহর বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামতেই ভিজছে বৃষ্টিতে। গত কয়েকদিনে জেলার পাশাপাশি শহরেও কালবৈশাখীর তাণ্ডাব দেখা গিয়েছে। স্ত্রুক্রবার সন্ধ্যায় ঘটনায় ৫৫ কিলোমিটার বেগে ৬ মিনিটের কালবৈশাখী ঝড়ে ঘটিছে। ব্যবহারকারীদের মধ্যে এটি খুবই অবশ্যপরিচালিত। কমবেশি ২৮.৭ মিলিমিটার বৃষ্টির হাত ধরে কলকাতায় রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা

নামল ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৭ ডিগ্রি কম। তবে গতকাল কালবৈশাখী পাওয়া জেলাগুলির ভাগে আজ শনিবার ঝড়বৃষ্টি পাওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে উত্তরবঙ্গে তিন জেলায় আজ ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। সামগ্রিকভাবেই শনিবার পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে ঝড়বৃষ্টির পরিস্থিতি। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস রবিবার

থেকে বঙ্গ ফের বাড়বে তাপমাত্রা। আজ বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে তবে তার পরিমাণ তুলনায় কম। ঘটনায় ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত যাতো হাওয়া বইতে পারে। বেলা যত বাড়বে আর্দ্রতাজনিত অশ্রুষ্টি ও গরম কিছুটা থাকবে। বিকেল বা সন্ধ্যা থেকে দমকা ঝড় হওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে হবে দক্ষিণবঙ্গে।

‘মেট্রো রাইড কলকাতা অ্যাপ’ জনপ্রিয় হয়েছে

কলকাতা, ২৭মে : সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেম দ্বারা তৈরি ‘মেট্রো রাইড কলকাতা অ্যাপ’ ব্যবহারকারীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছে। যাত্রীরা এই অ্যাপটির প্রশংসা করেছে কারণ এটি খুবই ব্যবহারকারীবান্ধব এবং এটি ব্যবহারকারীদের ঘণ্ডকোড ডিভিক টিকিট বুক করতে বা স্মার্ট কার্ডে রিচার্জ করতে সহজ করে যেকোন সময় খুব সহজে। যাত্রীরাও এই অ্যাপের মাধ্যমে পছন্দসই এবং দরকারী ডেটা পেতে পারেন। যাত্রীদের সুবিধার জন্য, ‘মেট্রো রাইড কলকাতা’ অ্যাপটি ০৫.০৩.২০২২ তারিখে চালু করা হয়েছিল। ব্যবহারকারীদের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা দেখে মেট্রো কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই এটিকে একটি ত্রিভাষিক অ্যাপ বানানোর পরিকল্পনা করেছে। সুতরাং, যে যাত্রীরা ইংরেজিতে তেমন দক্ষ নন তারা এর হিন্দি বা বাংলা সংস্করণ ব্যবহার করতে পারবেন। আশা করা হচ্ছে এই উদ্যোগ এই অ্যাপটিকে আরও ব্যবহারকারী বান্ধব ও

জনপ্রিয় করে তুলবে। ২৪.০৫.২০২৩ পর্যন্ত, গুগল প্লে স্টোর থেকে ৪.৬ রেটিং সহ মোট ২,৮৬,৪৯০ জন যাত্রী এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন। এই অ্যাপটি সম্পর্কে আরও যাত্রীদের সচেতন করার জন্য, কীভাবে এই অ্যাপটি ডাউনলোড এবং ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কে বিশেষ প্রচারমূলক চর্চাচিহ্নগুলিও উত্তরদক্ষিণ এবং পূর্বপশ্চিম মেট্রো স্টেশনগুলির প্ল্যাটফর্ম টেলিভিশনগুলিতে দেখানো হচ্ছে। এই অ্যাপটিকে জনপ্রিয় করতে সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিও ব্যবহার করা হচ্ছে। মেট্রো কর্মীরা যাত্রীদের গুগল প্লে স্টোর থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করতে এবং বিভিন্ন স্টেশনে এটি ব্যবহার করার পদ্ধতি খোঁচাতে সহায়তা করবেন। এটি মেট্রো যাত্রীদের তাদের সময় বাঁচাতে সাহায্য করছে কারণ তাদের স্মার্ট কার্ড পুনরায় চার্জ করতে বা টোкенের কোর জন্য বুকিং কাউন্টারের সামনে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে না।

প্রতিদিন মাতৃ দিবস-মাতৃ দিবসে প্লাবিত অনুভূতি ও আবেগ

সুযোগ পায় নতুন করে আরও একবার প্রণাম ভালোবাসা জানানোর। সন্তান মায়ের উদ্দেশ্যে নতুন সুযোগে প্রণাম জানাই।কথায্য বলে মায়ের অবস্থানও ঋণ একজনকে পরিশোধের করা যায় না।আর কোন দিনও যাবেও না। এই লেখকের জীবনযাত্রার সাথে মা অনেকটা ন্তান হয়ে গিয়েছিল। প্রতিবেদন লিখতে যে আমার স্বর্ণকণ্ঠে ধরণীয় বুকে আমার অনুভূতি আমার মনকে আরো ভারাক্রান্ত করে তোলে কারন আমি আমার

মাকে স্বচক্ষে দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। শুধু মা সুন্দর এই পৃথিবী দেখার সুযোগ করে দিয়ে চলে



গেছেন মহা প্রস্থানের পথে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আজও মায়ের আভাবের কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কথায্য বলে সন্তান হল মায়ের নারি হেঁচা ধন। হয়তো আমাদের তা অনুভব ও উল্লব্বি

শিশুদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মানোনন্নয়ন রাজ্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মে : রাজ্যের শিশুদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মানোনন্নয়ন রাজ্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে। শিশুদের সুস্বাস্থ্যের

জন্য যেসব সরকারি কর্মসূচি রয়েছে তার যথাযথ রূপায়ণের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্য থেকে ব্লক স্তরে নজরদারি চালাতে স্টিয়ারিং কমিটি গড়া হয়েছে। মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী রাজ্যস্তরের কমিটির নেতৃত্ব দেবেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী ও শিশুকল্যাণ সচিব এবং সংশ্লিষ্ট দফতরের অধিকর্তাদেরও কমিটিতে রাখা হয়েছে। যার আস্থায়ক জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধিকর্তা। এছাড়া প্রত্যেক জেলায় জেলাশাসকদের নেতৃত্ব্রে একই ধরণের কমিটি গঠন করা হয়েছে। যে কমিটিতে সিএমওএইচ সহ জেলার স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও

নারীকল্যাণ দফতরের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলাশাসকরা থাকবেন। ব্লক স্তরে বিডিওদের নেতৃত্বে এই কমিটি গড়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, শিশুদের রোগ, অসুখ সহ শরীরে নানা প্রয়োজনীয় উপাদানের স্বল্পতা

ব্যবহৃত হয়, তার জন্যই স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের সমন্বয় রেখে



হবে, তেমনই স্কুলছুটদেরও প্রয়োজনীয় ওষুধ, ভিটামিন দেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়গুলিতে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু রয়েছে। কিন্তু এসব পরিকাঠামো যাতে সঠিকভাবে

চলতে বলা হয়েছে। এই ত্রিস্তরীয় কমিটি মূলত এই সমন্বয় ও নজরদারির কাজ চালাবে। বিদ্যালয়গুলিতে নিয়মিত স্বাস্থ্য ইতিমধ্যেই এ সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশিকা জেলাশাসকদের পাঠিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব তা কার্যকর করতে বলা হয়েছে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে ১২ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে রাজ্য

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মে : রাজ্যের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। এই টাকা বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানো, পরিবহন সংক্রান্ত ক্ষতি কমানো, স্মার্ট মিটার বসানো ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত উন্নতিসাধনের জন্য ব্যবহার করা হবে। রাজ্যের বিদ্যু মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, রাজ্যে এখন সাড়ে ৯ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। কয়েক বছরের মধ্যে আরও ৪,১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ



উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, ২০২১-২২ অর্থবর্ষে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি

সচল রাখার জন্য যে পরিমাণ কয়লার দরকার ছিল, রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের হাতে থাকা নিজস্ব কয়লা খনিগুলি থেকে তার ৭০ শতাংশ এসেছে। গত আর্থিক বছরে যে পরিমাণ কয়লা উৎপাদিত হয়েছে ওই খনিগুলি থেকে, তা মোট চাহিদার ৭৫ শতাংশ জোগান দিতে সক্ষম হয়েছে। দেউচাঁপাটিয়াতে কয়লা উৎপাদন শুরু হলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কয়লা জোগানে রাজ্য সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভর হতে পারবে বলেও বিদ্যুৎ মন্ত্রী দাবি করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা প্রকল্পের নাম বদল করেনি রাজ্য

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মে : রাজ্য সরকার কয়েকের প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা প্রকল্পের নাম বদল করেনি বলে জানিয়েছে। মৎস্য মন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী বলেন এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের নাম বা লোগো কোনটাই বদল করা

হয়নি। প্রকল্পের জন্য অর্থ দিয়েছে কেন্দ্র। রাজ্য সরকার মোট রূপায়ণে কাজ করছে বলে তিনি জানিয়েছেন। প্রকল্পটিকে উভয়ের কৃতিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। প্রকল্পের নাম বদল করে রাজ্য সরকার বাংলা মৎস্য যোজনা বলে

চালানোর চেষ্টা করছে এই অভিযোগে জানিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সম্প্রতি কেন্দ্রীয় প্রাণিসম্পদ বিকাশ উন্নয়ন মন্ত্রী পুরুষোত্তম রূপালা কে চিঠি দেওয়ার প্রেক্ষিতে মন্ত্রী এই কথা জানিয়েছেন।

ভারতীয় রেলে কর্মীদের শূন্যপদগুলি নির্ধারিত নির্বাচনের মানদণ্ড অনুসারে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সাথে পূরণ করা হচ্ছে

গোরখপুর, ২৭ মে : ভারতীয় রেলওয়েতে কর্মীদের শূন্যপদগুলি নির্ধারিত নির্বাচনের মানদণ্ড অনুসারে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সাথে পূরণ করা হচ্ছে। উত্তরপূর্ব রেল প্রশাসনের একই আদেশে, কর্মশালা সহকারী, সেতু সহকারী, গুডস কোচ সহকারী, স্টোর ডিপো সহকারী, লোকো শেড ডিভেল সহকারী, বৈদ্যুতিক অপারেশন সহকারী, ফর্ক সহকারী, টেলিকমিউনিকেশন সহকারী, ট্রাক সহকারী, ট্রেনের আলো এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ সহকারী, ট্রেন। আলোক ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ সহকারী কারখানা, বৈদ্যুতিক ট্র্যাকসন সহকারী, কর্ম সহকারী, হাসপাতাল সহকারী এবং ট্রাক রক্ষণাবেক্ষণ সহকারী পদে ৩৪৬৮ জন নিয়োগ করা হয়েছে। উত্তরপূর্ব রেলওয়েতে নিয়োগপ্রাপ্ত ৩৪৬৮ জন প্রার্থীর মধ্যে, আধুনিক কোচ ফ্যাক্টরি, রায়বেরেলির জন্য ওয়ার্কশপ সহকারীর ৬৪টি পদ, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপের জন্য ১৫৫টি পদ, গোরখপুর, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপের জন্য ৪৬টি পদ, ইজ্ঞতনগর, ব্রিজ অ্যাসিস্ট্যান্টের ১০টি পদ, গোরখপুর ক্যানব্রিজ পেপার্টি ফিক ইঞ্জিনিয়ারসেতু, গোরখপুরেরে জন্য ১৬টি পদ, বারাণসী বিভাগের জন্য ওয়াগন সহকারীর ৪০টি পদ, ইজ্ঞতনগর বিভাগের জন্য ১১০টি পদ, লখনউ বিভাগের জন্য ২০১টি পদ, স্টোর ডিপো সহকারীর ৫৬টি পদ, গোরখপুর ভান্ডার ডিপোর জন্য ৩৬টি পদ, ইজ্ঞতনগর ভান্ডারের জন্য ০৮ লখনউ এবং গোড়া ভান্ডার ডিপোর জন্য ৩৩টি পদ, মডার্ন কোচ ফ্যাক্টরি, রায়বেরেলির জন্য ০৩টি পদ, ইজ্ঞতনগর বিভাগের জন্য ৪৬টি পদ, ইজ্ঞতনগর, ব্রিজ অ্যাসিস্ট্যান্টের ১০টি পদ, গোরখপুর ক্যানব্রিজ পেপার্টি ফিক ইঞ্জিনিয়ারসেতু, গোরখপুরের জন্য ১৬টি পদ, লখনউ বিভাগের জন্য ১৭টি পদ, ইজ্ঞতনগর বিভাগের জন্য ০৫টি পদ, লখনউ বিভাগের জন্য ০৯টি পদ, বারাণসী বিভাগের জন্য ক্যান্ডা ঘ্রালা সহকারীর ১০০টি পদ, ইজ্ঞতনগর বিভাগের জন্য ১৩২টি পদ, লখনউ

পূর্ব ভারতে মহাকাশ গবেষণায় জোয়ার আনতে চলেছে আইসিএসপি

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মে : ২০২৩-২০২৪ বর্ষের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে ইন্ডিয়ান সেন্টার ফর স্পেস ফিজিক্স (আইসিএসপি) এর তরফে চারটি বড় প্রকল্পের উদ্বোধনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এই সঙ্গে প্রস্তাবিত প্রকল্প রূপায়ণের জন্য কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন স্তরে অর্থ সহায়তার আবেদন করেছে। শনিবার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, প্রস্তাবিত পরিকল্পনার প্রথমটি হলো বাইপাসের ওপরে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী মেট্রো স্টেশনের পূর্বদিকে আইসিএসপি তার ইন্টিগ্রেটেড ক্যাম্পাসে ৩৮,০০০ বর্গফুটের গবেষণাগারের উদ্বোধন হবে। এতে আধুনিক জ্যোতির্পদার্থবিদ্যা ও মহাকাশ গবেষণার সুযোগের সাথে সাথে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের প্রকল্প ও পাঠ্যক্রম করার সুযোগও থাকছে। এছাড়াও থাকছে ২০০ আসন বিশিষ্ট প্রেক্ষাগৃহ। অনেকগুলি শ্রেনীকক্ষ থাকবে যেখান ৬০ থেকে ১০০ জন ছাত্রছাত্রী বসতে পারে। এগুলো ভবিষ্যতে এই শহরে প্রচুর সম্মেলন করার সুযোগ এনে দেবে। দ্বিতীয় প্রকল্পটি হলো ভারত তথা বিশ্বের মধ্যে এক অনন্য সংগ্রহশালা। জ্যোতির্পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মহাকাশবিজ্ঞানের ওপর এতে প্রদর্শিত হবে প্রায় ১০০০ এর মতো ইন্টারেক্টিভ এগুলোর মধ্যে শতাধিক মহাকাশ চারীর এবং প্রায় সমস্ত মহাকাশ বিজ্ঞানী ও নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীর মূল সই ও কাগজপত্র। থাকছে জগদীশ চন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা, সি ডি রমনের মতো বিজ্ঞানীদের হাতে লেখা কাগজপত্র, ডায়েরি টাডা। এছাড়াও ওই সংগ্রহে থাকছে মহাকাশ থেকে আসা প্রচুর উল্কাপিণ্ড, যার মধ্যে চাঁদ, মঙ্গল গ্রহের পাথর ও ভেনুসের মতো গ্রহানুর পিণ্ডের অংশ উল্লেখযোগ্য। থাকছে ৬৭০ কোটি বছরের পুরনো এককোষী

প্রাণীর জীবাশ্ম। এছাড়াও থাকছে ‘অ্যাপোলো ১১’ মহাকাশযানের ও ১৯০৩ সালের প্রথম বিমানের মডেল। তৃতীয় প্রকল্পটি হলো পশ্চিম মেদিনীপুরের সীতাপুরে আইসিএসপি'র যে মানমন্দির আছে সেই ক্যাম্পাসের মধ্যে ৪০ জনের এক নতুন অতিথিশালা। সেখানে অ্যাস্ট্রোটুরিসম ও মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কিত নানা মাপের পাঠ্যক্রম দেওয়া হবে। সকলে অংশও নিতে পারবে। এই রজতজয়ন্তী বৎসরের চতুর্থ বড় প্রোজেক্ট হলো মহাকাশ গবেষণার জন্যে যন্ত্রপাতি বড় বৈদ্যুতিক সাথে নিয়মিত ‘স্ট্যাটোস্ফেরা’এ পাঠানো হবে। সেইমত একটি পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। এর আগে আইসিএসপি অস্থায়ী জায়গা থেকে এইসব যন্ত্রপাতি মহাকাশে পাঠিয়ে তথ্য সংগ্রহ করত। সামনের বছর সিউরির কাছে চন্দ্রপুরে ভারতের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম এই বেলুন পরিকাঠামো থেকেই এইসব যন্ত্রপাতি বহুদূরের মাধ্যমে মহাকাশে পাঠানো হবে। এতে প্রচুর ছাত্রছাত্রীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সম্ভা হয়বে, যাতে তারা ‘পেলোড’ বানাতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের তৈরি ওই সব ‘পেলোড’ বেলুনের মাধ্যমে মহাকাশে পাঠিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। তার পরে সেগুলি প্যারাসুটের মাধ্যমে আবার নেমে আসবে। ইন্ডিয়ান সেন্টার ফর স্পেস ফিজিক্সের অধিকর্তা অধ্যাপক সন্দীপ কুমার চক্রবর্তী বলেন, এতগুলি বিশ্‌মানের প্রকল্প এই বছরে সাধারন মানুষের জন্যে আমরা খুলে দিতে চাইছি। মহাকাশ গবেষনা ও জ্যোতির্পদার্থবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের শিক্ষার জন্যে আমাদের ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের বাইরে যাওয়ার দরকার নেই। আমাদের সাথে যেসব বিজ্ঞানী আছেন, তাঁরা বিশ্বের যে কোনোও বিজ্ঞানীর সমকক্ষ। তবে এত বড় প্রকল্পের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন যা আমরা এখনও

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দুরন্ত বাৰ্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৭৭ সংখ্যা, রবিবার, ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

দেশের সমস্যা সমাধানে দ্রুততা

ভারতের চারদিকে যেসব সমস্যা। সমাধান করার চেষ্টা করছে। চিন এখন পাকিস্তানকে সমানে রেখে আরব দেশগুলির ওপরে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে চিন ইরান, ইরাক এবং আরব দেশগুলোর ওপরে আধিপত্য

সম্পাদকীয় ১

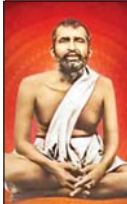
বিস্তার করতে শুরু করেছে। পাকিস্তান এ ব্যাপারে চিনকে সহযোগিতা করছে একটি মাত্র শর্তে সেটা হচ্ছে পাক কশ্মীর যেন পাকিস্তানের থাকে। সেটা যাতে ভারত কোনওদিন ছিনিয়ে নিতে না পারে। সেই কারণে এখন কশ্মীরের নীতির মধ্যে চিন মাথা গলাতে শুরু করে দিয়েছে। চিন পাকিস্তান মিলিত হয়ে ভারতের কশ্মীর নীতিতে দমন করে দেওয়ার কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করেছে। সেই কারণে আফগানের ব্যাপারে চিন এতখানি আগ্রহী ছিল। পাকিস্তানে তালিবান সরকার প্রতিষ্ঠা করার পিছনে পাকিস্তান এবং চিনের হাত ছিল। তালিবানরা আফগানে উপস্থিত হলে ভারতের সেখানে খবরদারি কমতে থাকবে। ভারত যাতে আফগানিস্তানে খবরদারি না করতে পারে তার জন্য তালিবান সরকার সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছিল পাকিস্তান এবং চিন। ভারতের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক অশান্তিকে আরও বেশি করে উদ্বে দেওয়ার কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তানী গুপ্তচর বিভাগ আইএসআই। তারা ভারতের অভ্যন্তরে জঙ্গি হামলা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এদিকে ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার মৈত্রী অটুত হলে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন চিনের চ্যেয়ারম্যান শি জিনপিং। তিনি রাশিয়াকে কজা করতে সেখানে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর ব্যাপারে কোনও কথা না বললেও যুদ্ধের প্রয়োজন নেই এই কথাটি উল্লেখ করেছিলেন রাশিয়ার নাম না করে। রাশিয়ার কাছ থেকে সন্তোষ্য দেল কিনছে চিন। এদিকে বাংলাদেশের দিকে নজর দিতে শুরু করে দিয়েছে চিন। ভারত যেভাবে বাংলাদেশকে ঘিরে রেখে দিয়েছে তাতে চিন বেশ খানিকটা বেকায়দায় বলা যেতে পারে। বাংলাদেশে ভারতের পাশে রয়েছে তার একটি মাত্র করণ হচ্ছে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে ভারতের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম লিখতে গেলে ভারতকে বাদ দিয়ে লেখা একেবারে অসম্ভব। তার ফলে চিনের বাংলাদেশে প্রবেশ করতে বেশ অসুবিধা হচ্ছে। সেই কারণে চিন এখন নানান প্রলোভন দেখিয়ে বাংলাদেশে মধ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে। চিন এখন নীতি গ্রহণ করেছে যে শুধু মাত্র চীন দেশের সঙ্গে মৈত্রী নয়। তাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে যাও যেমন শ্রীলঙ্কায় চিন প্রবেশ করে গিয়েছে। নেপালের ক্ষেত্রে চিন একই ভূমিকা পালন করেছে। পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও চিন সেই একই ভূমিকায় অবতীর্ণ। ফলে এখন ভারতের সবচেয়ে বড় শত্রু দেশ হল চিন এবং পাকিস্তান। চিন পাকিস্তান যৌথভাবে ভারতকে কৌশলগতভাবে আটকে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যাও। তার ফলে ভারতকে এখন কোষাডেবে ওপরেই ভরসা রাখতে হচ্ছে। সমস্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। চারদিক দিয়ে যেভাবে সমস্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে তাতে নাজেহাল অবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের। কেন্দ্রীয় সরকার এখন খুব শান্ত অবস্থায় নেই। প্রতিদিনই কোনও না কোন সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। এখন রক্তাক্ত লাদাখ। লাদাখকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করার ফলে বেশ ব্যাকবুটে চল গিয়েছে পাকিস্তানের বিশেষ নীতি।

চিনা পণ্য বয়কট করতে হবে

চিন দেশের নির্মিত কোনও পণ্যের স্থায়িত্ব নেই। সব পণ্য একেবারে বাজারি পণ্য। শক্তিশালী পণ্য উৎপাদন করার দিকে চিনের কোনওঝোক নেই। শুধু সস্তায় মাল তৈরি করে বাজার দখল করা ছাড়া আর কোনও চিনের চিহ্ন নেই। চিন চাইছে

সম্পাদকীয় ২

তাদের পণ্য সাধারণ মানুষ কিনুক। দামে অল্প হলেও তারা সেইগুলো কিছু দিনের জন্য ব্যবহার করতে পারবে। একটি জাপানি বা জার্মানি ক্যামেরা কিনতে গেলে সাধারণ মানুষ চোখের জল ফেলে। কিন্তু একটি চিনা ক্যামেরা কিনতে গেলে কোনও সাধারণ মানুষ চোখের জল ফেলেবে না। তারা অতি অল্প দামে সেটা ক্রয় করতে পারবে। ফলে চিনা পণ্যে বাজার একেবারে ছেয়ে গিয়েছে। যে দেশের অধিকাংশ লোকেরা গরিব তারা চিনা পণ্য কেনার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। আর যে দেশ ধনী তারা চিনা পণ্য বর্জন করে। সেই কারণে ইউরোপে চিনা পণ্য বেশি ক্রয় বিক্রয় হয় না। কিন্তু এশিয়ার দেশগুলোতে চিনা পণ্য একেবারে ছেয়ে গিয়েছে। প্রতিদিন চিন প্রায় কয়েক হাজার লক্ষ টাকা আয় করছে এই সব এশিয়ার দেশগুলো থেকে। সেই কারণে আজকে চিন কোষাগারে আমেরিকার চেয়ে বেশি ডলার জমা হয়ে গিয়েছে। আমেরিকাও পর্যন্ত চেষ্টা করছে চিনা বাজারকে দমিয়ে রাখার। কিন্তু পারছে না । তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে চিন যে দামে পণ্য সরবরাহ করতে পারে তা আমেরিকার করতে পারে না। চিন পণ্যের স্থায়িত্ব নেই জেনে সাময়িক কালের জন্য চিনা পণ্য ক্রয় করে তাকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। তার ফলেই চিন অতি সহজেই বাজার পোয়ে যাচ্ছে। টাটার একটি ইম্পাত কিনতে যেখানে এক হাজার টাকা পড়বে সেখানে চিনা ইম্পাত কিনতে মাত্র কয়েক শো টাকার প্রয়োজন হবে। অতিরিক্ত সস্তায় চিনা মাল বাজারে পাওয়ার ফলে তার দিকে বেশি করে ঝুঁকতে শুরু করে দিয়েছে সাধারণ মানুষেরা। সাধারণ মানুষের হাতে বেশি পয়সা থাকে না। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই চিন এখন অতি অল্পমূল্যে পণ্য উৎপাদন করতে শুরু করে দিয়েছে। চিন অর্থনীতিটা ভালো করে বোঝে। তারা এমনকী সব পণ্য অতি অল্প দামে ক্রেতাদের দিতে পারবে তা বিশ্বের অন্য কোনও দেশ করতে পারে না।



ঠাকুর রামকৃষ্ণ কথামৃত

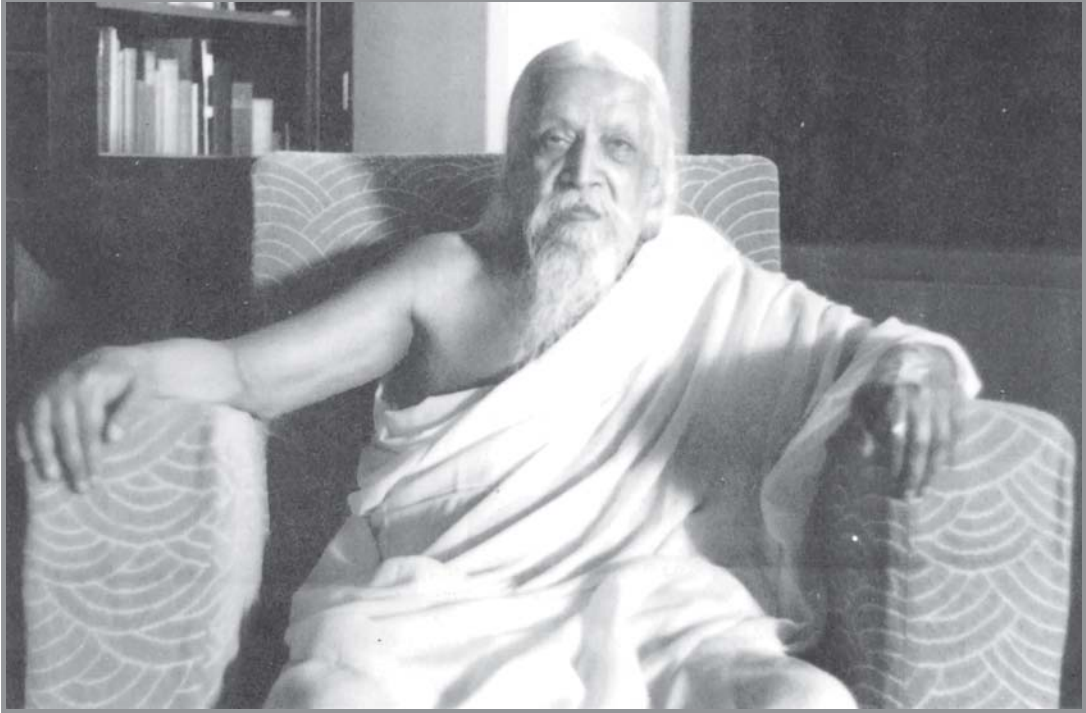
বেলুড় মঠে কুমারী পূজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে মাতৃপূজো। মাকে পূজো করতে হবে। নারী শক্তির জগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিলম্ব হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, নরেন আমার নিজের সন্তান। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করতে হবে।

বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামে অরবিন্দোত্তর পর্ব

রবীন্দ্রকুমার শীল

১৯১১ সালে বিপ্লবী অরবিন্দ সশস্ত্র সংগ্রামের রাস্তা ত্যাগ করে পণ্ডিত্যেী চলে গিয়েছেন। তিনি আর বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামে থাকলেন না। এদিকে রাজা সুবোধ মল্লিক হতাশ। তিনিও আর সশস্ত্র আন্দোলনের ব্যাপারে আগ্রহী নন। কিন্তু বিপ্লবী অরবিন্দ যে গুপ্তি সমিতি ‘যুগান্তর’ প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে দিয়ে বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামের রূপরেখা তৈরি করেছিলেন সেই পথ ধরে পরবর্তীকালে আবারও মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করলে বাংলার বিপ্লবী তরুণরা। তাঁরা সশস্ত্র সংগ্রাম করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ি থেকেই ‘যুগান্তর’ বিপ্লবী সমিতির (১৯০৬) কাজ এবং ‘বন্দেমাतरম’ (১৯০৬) পত্রিকার সম্পাদন দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন অরবিন্দ। অরবিন্দ আড়াল থেকে বিপ্লবী সংগ্রামকে পরিচালনা করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কলকাতাসহ বাংলার বিভিন্ন স্থান জুড়ে বিপ্লবীদের আখড়া বা আন্তানা তৈরি হতে থাকে। সেই সব আন্তানাকে ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী ভেঙে চূরমার করে দিয়েছিল ১৯০৮ সালেই। ফলে নতুন করে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার চিন্তাবাবনা শুরু হয়ে গেল। ইতিমধ্যেই অরবিন্দ ৭ নভেম্বর ১৯১০ সালে হিংদু পত্রিকায় পণ্ডিত্যেী থেকে লিখলেন একটি খোলা চিঠি লিখলেন, “I shall be obliged if you will allow me to inform everyone interested in my whereabouts through your journal that I am will remain in Pandichery. I left British India over a month before proceedings were taken against me and, as I had purposely retired herein order to pursue my Yogic sadhana undisturbed by political work, I did not feel called upon to surrender on the warrant for sedition, as might have been incumbent on me if I had remained in the political field.(Alipur Conspiracy Case An outline of the sensational trial in the history of the Indian Independence Movement, Page-62)” ফলে তখন বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন সাময়িক স্তব্ধ হয়ে পড়ে। এক বছর ধরে কারাগারে থাকার ফলে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের পট পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। অরবিন্দ তখন পণ্ডিত্যেীতে। ১৯১০ সালে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন উস্তর এস বি মুঞ্জে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক সভায় অরবিন্দকে সভাপতি করার প্রস্তাব নিয়ে। সেই প্রেক্ষিতে অরবিন্দ বলেছেন, “It is impossible for me to com-

bine political work of the current kind and this is at the beginning. I should practically have to leave it aside, and this I cannot do, as I have taken it up as my mission for the rest of my life. This is the true reason of my inability to respond your call...” অরবিন্দের রাজনৈতিক চিন্তাধারা সঙ্গে বর্তমান বাংলার চিন্তার ফারাক ঘটে গিয়েছে। নব্যপন্থী হিসাবে যারা বিপ্লবী দলে নাম লেখাতে এসেছেন তারা অধিকাংশই



তরুণ। এই সব তরুণদের বিপ্লবী চিন্তার সঙ্গে প্রাচীন বিপ্লবীদের মতের মিল হওয়া একেবারে অসম্ভব। তিনি বিশ্বাস করতেন যে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণকারী তরুণরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে আরও বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করতে সক্ষম হবে। যে বিপ্লবী সংগ্রামের সলতে জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন অরবিণ্ড পরবর্তী কালে দেখতে পেলাম সেটা আবারও নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ি থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথে মলঙ্গা লেন। সেখান থেকে মাথা চাড়া উঠল একটি বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি। বিপিন বিহারী গান্ধুরী প্রতিষ্ঠা করলেন “আত্মোন্নতি” সমিতি। সঙ্গে ছিলেন বিপ্লবী অনুকূল মুখার্জি। অরবিন্দ প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি থেকে অবসর করলেও বাংলার বিপ্লববাদ থমকে যায়নি। এদের হাত ধরে নতুন কৌশল নিয়ে বাংলার বিপ্লবী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে মধ্য কলকাতার অবদান অসামান্য। তার মধ্যে তালতলা এবং মলঙ্গা লেনের নাম শীর্ষ স্থানে অবস্থান করে। এখানে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ১৮৪৮ সালে ১০

নভেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন তালতলার ৬৪ নম্বর নিয়োগী পুকুর ওয়েস্ট লেনের বাড়িতে (বর্তমান নাম তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী)। উনিশ কুড়ি পরে ১৮৬৪ সালে ২৯ জুন মলঙ্গা লেনে জন্ম গ্রহণ করলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ২৯ নম্বর মলঙ্গা লেনে। সুরেন্দ্রনাথের পরে সেই বাড়িতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ভাই জিতেন্দ্রনাথ। (পরে ক্যাপ্টেন হন) নিজের মেজদার চেয়ে তিনি কম নান না। ডাক্তার যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁকে ‘বাংলার নেপোলিয়ন’ বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।

সেটা অতুক্তি নয়। তাঁর দেহে ছিল যেমন জোর তেমনি সাহস। তখনকার দিকে ইংরেজরা ভারতীয়দের দেখে উপহাস করতো এবং ঘৃণার চোখে দেখতো। ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য যৌবনের শুরুতে তিনি বিলেতে পাড়ি দিয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছে জেটিটে নামামাত্র তাঁকে মুখোমুখী হতে হয়েছিল ইংরেজদের সঙ্গে। ইংরেজরা তাঁকে অপমান করলে তিনি তার উত্তর দিতে দেরি করেননি। সঙ্গে সঙ্গে মার দিয়ে প্রমাণ করে দেন বাঙালি সম্পর্কে যা ভাবা হচ্ছে তা তিনি নন। বিলেতে থাকার সময়ে বহু এই রকম ঘটনার সন্মুখীন হয়েছিলেন জিতেন্দ্রনাথ। ‘গান্ধুরী প্রতিষ্ঠা করলেন “আত্মোন্নতি” সমিতি। সঙ্গে ছিলেন বিপ্লবী অনুকূল মুখার্জি। অরবিন্দ প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি থেকে অবসর করলেও বাংলার বিপ্লববাদ থমকে যায়নি। এদের হাত ধরে নতুন কৌশল নিয়ে বাংলার বিপ্লবী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে মধ্য কলকাতার অবদান অসামান্য। তার মধ্যে তালতলা এবং মলঙ্গা লেনের নাম শীর্ষ স্থানে অবস্থান করে। এখানে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ১৮৪৮ সালে ১০

কাজে ঢোকানোর। এই মতলব কেন গ্রহণ করেছিলেন ক্যাপ্টেন ব্যানার্জি সেটা বুঝিতে নিশ্চয় কারোর অসুবিধা হয় না। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিচারপতি আসনে তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র নগেন সেনকে মসজিদ বাড়ির স্ট্রীটের বোমা মামলা থেকে বেকসুর খালাস দিয়েছিলেন। (কিং গ্র্যাম্পারার ভার্সেস নগেন সেন মামলা)। আইনের আওতার মধ্যে থেকে বিপ্লবী মামলাগুলোকে নিষ্পত্তি করতে চেষ্টা করতেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কোনও সময়ে

কাজে ঢোকানোর। এই মতলব কেন গ্রহণ করেছিলেন ক্যাপ্টেন ব্যানার্জি সেটা বুঝিতে নিশ্চয় কারোর অসুবিধা হয় না। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিচারপতি আসনে তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র নগেন সেনকে মসজিদ বাড়ির স্ট্রীটের বোমা মামলা থেকে বেকসুর খালাস দিয়েছিলেন। (কিং গ্র্যাম্পারার ভার্সেস নগেন সেন মামলা)। আইনের আওতার মধ্যে থেকে বিপ্লবী মামলাগুলোকে নিষ্পত্তি করতে চেষ্টা করতেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কোনও সময়ে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না বটে। কিন্তু তিনি পরোক্ষভাবে বিপ্লবীদের তিনি সহযোগিতা করতেন। ‘হাওড়া গ্যাং কেস’-এর পরে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তিকাদারির কাজ করতে শুরু করেন। মধ্য কলকাতা অঞ্চলে বসবাস করতেন অনুকূল মুখোপাধ্যায় (জন্ম- ৩ নভেম্বর, ১৮৮৪ সালে), প্রভাস চন্দ্র দে (জন্ম জুন মাসে, ১৮৮৫), গিরীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি (জন্ম - ১৯ মে, ১৮৮৫ সালে)। ২৯ নম্বর বাড়ি থেকে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পরিবার স্থানান্তর হওয়ার পরে সেই বাড়িতে আর একজন বিপ্লবী বসবাস করতেন তিনি হলেন অংশু প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৬০ নম্বর মলঙ্গা লেনে থাকতেন। ১৮৯৭ সালে মধ্য কলকাতায় একটি বিপ্লবী দল স্থাপিত হল। তার নাম দেওয়া হল “আত্মোন্নতি সমিতি”। প্রথমে এটি শরীর চর্চার কেন্দ্র হিসাবে সকলের কাছে পরিচিত ছিল। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের (বর্তমান রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) উত্তর পূর্ব কোনে, তখনকার খেলাংচন্দ্র ইন্সটিটিউশনের প্রাঙ্গণে একটি ব্যায়ামাগারও তৈরি করা হয়। এই সমিতির প্রথম শাখা স্থাপিত ছিল ওই স্কুলের মাইনর ব্রাঞ্চার উঠানে।

(ক্রমশ...)

ভারতের পাক বিদেশনীতি

ভারতের পরবর্তী পররাষ্ট্র নীতি হচ্ছে পাক অধিকৃত কশ্মীর দখল করে নেওয়া। তার জন্যই প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসাবে রাজনাথ সিনকে ওই পদে বসানো হয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং শজ ধাতের মানুষ। তিনি কোনও রকমভাবে অন্যায়কে বরদাস্ত করতে পারেন না। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে আগামি দিনে পাকিস্তানকে পাক অধিকৃত কশ্মীরকে ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। সেটা যদি সহজ কথায় না হয় তাহলে যুদ্ধ করে দখল নেওয়ার চেষ্টা করবে। বারবার পাকিস্তানকে এই বিষয়ে হুঁশিয়ারি দিয়ে চলেছে ভারত সরকার। পাকিস্তান এ ব্যাপারে একটি কথা বলতে পারছে না। তারা বিষয়টিকে আবার রাষ্ট্রপুঞ্জ নিয়ে যেতেও পারছে না। ফলে মহা সঙ্কটে পড়ে গিয়েছে পাকিস্তান। তার থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে পাকিস্তান। এদিকে পাকিস্তানের পাশে এক মাত্র চিন ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। চিন পাকিস্তানকে রক্ষা করে চলেছে। কারণ চিন পাকিস্তানের নৌবন্দর ব্যবহার করছে এর ফল চিন ভারত মহাসাগরের ওপরে নজরদারি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। পাকিস্তানের চেহারা একেবারে বিশ্ব মানচিত্র থেকে উবে দেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করে নিয়েছে ভারত। সেটাকে খানিকটা

আপত্তি রেয়েছে চিনের। কিন্তু চিনের আপত্তির কথাকে বেশি আমল দিতে চাইছে না ভারত। আর তাতেই গোম্বা হয়েছে চিনের। চিনের চ্যেয়ারম্যান শিং চিনফিং প্রকাশ্যে চিন সেনাদের যুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যুদ্ধের প্রস্তুতি রাখতে চিন সেনাদের প্রশিক্ষণের ওপরে জোর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন চিনের চ্যেয়ারম্যান শি চনফিং। করোনা বিপর্যয়ের চিনের ওপরে যে চাপ সৃষ্টি হয়েছে তার দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যই কি চিন যুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে? এর উত্তর এখনও পাওয়া সম্ভব হয়নি। জাতীয় উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আলাপ আলোচনা করেছেন। ভারত চিন সীমান্তে কী ধরনের উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছিল তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আবার নেপালও এখন বেশ খানিকটা চিনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। পাকিস্তান তো হাত ধুঁয়ে বসে রয়েছে। ভারত যখন করোনাভাইরাস আক্রমণ নিয়ে ব্যস্ত তখনই চিন সীমান্তে উত্তেজনা বৃদ্ধি করে চলেছে। আসলে চিন চাইছে ভারত চূপ করে বসে থাকুক। চিন যা ইচ্ছা তাই করতে থাকবে। কশ্মীরের হাশ হাশ অংশ পাকিস্তান উপদেষ্টার দ্বারা চিনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। চিন সেখানে আর্থিক করিডর তৈরি করেছে। সেই আর্থিক করিডরকে রক্ষা করতে সেখানে চিনা সেনার উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত

আর্থিক করিডর থেকে চিনা সেনা সরিয়ে নেওয়ার আবেদন করলেও তাকে অগ্রাহ্য করে চিন তার নিজের কাজ করে চলেছে। এদিকে কশ্মীরকে দুটোভাগে ভাগ করে দিয়েছে ভারত। কশ্মীরটাকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল পরিণত করেছে এবং লাদাখটাকে একটি আলাদা কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করেছে ভারত। আর তাতেই ক্ষিপ্ত পাকিস্তান এবং চিন। তার ওপরে পাকিস্তানের ওপরে ভারত চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে দিয়েছে যে পাক অধিকৃত কশ্মীর ভারতকে দিতে হবে। ইতিমধ্যে পাক অধিকৃত কশ্মীরের আবহাওয়া নিয়ে একটি রিপোর্টও পেশ করেছে ভারত। ভারতের এই সাহসের কাছে পাকিস্তান একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। পাকিস্তানের সব শক্তি কেড়ে নিয়েছে ভারত। যার ফলে পাকিস্তান এখন আর কোনও কথা বলতে পারছে না। এদিকে চিন তার আর্থিক করিডর রাঁঘতে মারিয়া হয়ে চেষ্টা করছে। চিন মনে করছে যে আগামি দিনে ভারত যদি পাক অধিকৃত কশ্মীর দখল নেয় তাহলে আর্থিক করিডর ছেড়ে দিতে হবে ভারতকে। ফলে কশ্মীর দিয়ে চিন বেশ উদ্বিগ্ন। এদিকে ভারত কতখানি আমেরিকার কাছ থেকে সহযোগিতা পাবে সে বিষয়ে কোনও সঠিক তথ্য নেই। চিনের সঙ্গে আমেরিকার রাজনৈতিক মতবিরোধ যতই থাক তবে আমেরিকা এখন চিনের সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধিতায়

নামবে না। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট চিনের ওপরে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে দেওয়ার দায় চাপিয়ে দিয়েছে। চিনকে হুঁশিয়ারী পর্যন্ত দিয়েছে আমেরিকা। কিন্তু বাস্তবে আমেরিকা এখন কতখানি চিন বিরোধী হবে সেটাই প্রশ্ন। এখন যদি হঠাৎ করে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করে বসে তাহলে ভারতের ওপরে বিপর্যয় নেমে আসবে সেটা স্পষ্ট। আর তাকে সামাল দিতে ভারত ইতিমধ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। চিন আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে থাকে কোনও ভবিষ্যতের কৌশল গ্রহণ করার জন্য। যেখানে ভারত আগে খানিকটা পিছিয়ে থাকলেও তার সূরহা করা হয়েছে। যদি চিন ভারত যুদ্ধ পরিবেশ তৈরি করে তাহলে ভারতের তার তাহ থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ তৈরি করতে ব্যস্ত। কূটনৈতিক মহল মনে করছেন, করোনা নিয়ে মার্কিন দোষারোপ, তাইওয়ান পরিস্থিতি এবং ভারতের সঙ্গে সীমান্ত সংঘাত ফল চিন সেনাদের সতর্ক হয়ে থাকতে বলা হয়েছে। লাদাখ সীমান্তে যেভাবে চিন তাদের অধিকারকে দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে সেটা ভারতের সার্বভৌমত্বকে ক্ষুর করছে সেটা পরিস্কার। চিন যেমন সাময়িক দিক দিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে পাশাপাশি ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং তিন সেনা প্রধানও এদিন বৈঠকে বসে ছিলেন লাদাখ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে।

হেরিটেজ ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট

ভারতে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটে সর্বশেষ সংস্করণের পরে, ভারতে এখন ৬৮টি স্থান বিশ্ব ঐতিহ্য হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়েছে। ভারতের যেসব প্রাচীন স্থাপত্য রয়েছে তার প্রবর্তন বিচার করে ইউনেস্কো তাকে হেরিটেজ বলে চিহ্নিত করে। প্রথম স্থানে রয়েছে তাজমহল, এটি আগ্রায় অবস্থিত। দ্বিতীয় স্থানে আছে খাজুরাহো। মধ্য প্রদেশে গুহাচিত্র। তিন নম্বরে রয়েছে হাম্পি। এটি কর্ণাটকে অবস্থিত।

চার নম্বরে রয়েছে অজন্তা গুহা। এটি মহারাষ্ট্রে অবস্থিত। পাঁচ নম্বরে আছে ইলোরা গুহা চিত্র। এটি মহারাষ্ট্রে অবস্থিত। ছয় নম্বরে আছে বোধিগয়া। এটি বিহারে অবস্থিত। সাত নম্বরে আছে সূর্য মন্দির। কোনারক মন্দির। এটি ওড়িশাতে অবস্থিত। আট নম্বরে রয়েছে রেড ফোর্ট বা লাল কেল্লা। এটি নয়াদিল্লিতে অবস্থিত। নয় নম্বরে



হুমায়ূনের সমাধি, যমুনোত্তর, আগ্রা ফোর্ট, কতেপুর সিক্রি, রাণী কি ভাত, কর্ণাটকের পটুডাকালে,

রয়েছে সাঁচি স্তূপ। এটি মধ্য প্রদেশে অবস্থিত। দশ নম্বরে আছে চোল মন্দির। এটি তামিলনাডুতে অবস্থিত। প্রথম দশটির নাম স্থানানুসারে দেওয়া হল। এরপরে রয়েছে কিজিরাদা, মহাবলীপুরম, সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান, মহাশিবে, আহমেদাবাদ, মুম্বইয়ের ডিক্টোরিয়ান, দ্য পিল্ক স্ট্রেট, কুন্ড মেলা ইত্যাদি ইউনেস্কো দ্বারা ঐতিহ্য স্থান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

এলিফান্টা গুহা, নালন্দা বিহার, ছত্রপতি টার্মিনাস, ভারতের পর্বত রেল, কুতুব মিনার, গুজরাটের চম্পানার-পাবাগড়, হিমাচল প্রদেশের জাতীয় উদ্যান, গোয়ার গির্জা, অভয়ারাণ্য অসম, কওলাদেও জাতীয় উদ্যান, নন্দা দেবী, পশ্চিমঘাট, ক্যাপিটল স্কোয়ার, আহমেদাবাদ, মুম্বইয়ের ডিক্টোরিয়ান, দ্য পিল্ক স্ট্রেট, কুন্ড মেলা ইত্যাদি ইউনেস্কো দ্বারা ঐতিহ্য স্থান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

অবশেষে দাবিপূরণ, নকশালবাড়ি স্টেশনে স্টপেজ দেওয়া শুরু করলো কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ মে : আলিপুরদুয়ার থেকে শিয়ালদার মধ্যো চলাচলকারী কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ট্রেন নকশালবাড়ি স্টেশনের উপর দিয়েও চলাচল করলেও এতদিন পর্যন্ত নকশালবাড়ি স্টেশনে কোনো স্টপেজ ছিল না ওই ট্রেনের। তাই এলাকার মানুষের দাবি ছিল কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ট্রেনকে নকশালবাড়িতে স্টপেজ দেওয়া হোক। সেই দাবি মেনে শনিবার থেকে

আনুষ্ঠানিকভাবে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ট্রেনের নকশালবাড়ি স্টেশনে স্টপেজ দেওয়া শুরু হলো। এদিন সকালে রেলের তরফে নকশালবাড়ি স্টেশনে একটি অনুষ্ঠান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। এদিন শিয়ালদা থেকে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ট্রেন নকশালবাড়িতে এসে পৌঁছানোর পর সেখানে দু’মিনিট ট্রেন স্টপেজ দেয় ট্রেন। এরপর সবুজ পতাকা দেখিয়ে আলিপুরদুয়ারের উদ্দেশ্যে ট্রেনের যাত্রা শুরু করেন সাংসদ রাজু বিস্ট। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রেলের উচ্চপদস্থ কর্মতারা।

মাদারিহাটে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু পূর্ণবয়স্ক হাতির, উদ্বিগ্ন বনকর্তারা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৭ মে : আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাটের মধ্য খয়েরবাড়িতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী মাদি হাতির। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটে । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বনদপ্তর। শনিবার জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারি বনাপ্রাণ সংরক্ষক নভজিত দে জানান, একটি হাতির দল স্থানীয় গোপাল ছেত্রীর সুপারি বাগানে ঢুকছিল। ওই সুপারি বাগানের ভেতর দিয়ে ১১ হাজার ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎখাহী তার বহুদিন ধরে অনেকটা নীচ দিয়ে বুলছিল। সম্ভবত হাতিটি সুপারি গাছ টানতে গিয়ে ওই তারের সংস্পর্শে চলে আসে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাতিটির মৃত্যু হয় বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। তিনি জানান, শনিবার দেহ ময়নাতদন্ত করা হবে। এরপরই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। প্রসঙ্গত, এলাকায় হাতির হানা রুখতে এবং ফসল বাঁচাতে একাধিক জায়গায় বিদ্যুতের তার লাগানোর নজির রয়েছে। এর ফলে এলাকায় খাবারের খোঁজে এসে বিভিন্ন সময়ে হাতির বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনাও দেখা গেছে। বন দফতরের তরফে প্রায়ই স্থানীয়দের বিদ্যুতের তার লাগানোর বিষয়ে সচেতন করা হয়। কিন্তু তা উপেক্ষা করেই হাতি হানা থেকে ফসল বাঁচাতে বিদ্যুতের তার লাগিয়ে থাকেন স্থানীয়দের একাংশ। যার ফলস্বরূপ এমন ঘটনা ঘটে বলে দাবি করা হয়।

হাতির হানায় মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যের হাতে পাঁচ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করলো বনদপ্তর

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৭ মে : কালচিনি রুকের দলসিংপাড়া গোপালবাহাদুর বস্তুি এলাকায় শনিবার সকালে এগারোটা হাতির হানায় মৃত ব্যতির পরিবারের সদস্যের হাতে পাঁচ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণের চেক প্রদান করলো বনদপ্তর। গত ১৭ মে দলসিংপাড়া গোপালবাহাদুর বস্তুি এলাকায় বুনে হাতির হানায় মারাত্মক ভাবে জখম হয় এলাকার বাসিন্দা শ্যাম সার্কি। পরবর্তীতে এলাকার বাসিন্দারা ও বনকর্মীরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে তাকে লতাবাড়ি হাসপাতালে এবং পরবর্তীতে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। গত ১৮ মে সকালে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শ্যাম সার্কির মৃত্যু হয়। এদিন সকালে বনদপ্তরের হ্যামিল্টনগঞ্জ রেঞ্জ অফিসার অন্ধন নন্দী, কালচিনি বনভূমি কর্মক্ষাধা রোশন ওরাও, দলসিংপাড়া প্রধান সুজাতা গোলে মৃত শ্যাম সার্কির বাড়িতে এসে শ্যাম সার্কির পরিবারের সদস্যদের হাতে বনদপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের পাঁচ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করেন।

কাঁকসার জাঠগড়িয়ার জঙ্গলে নিখোঁজ ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৭ মে : নিখোঁজ ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চলা ছড়াল। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে কাঁকসার জটগড়িয়ার জঙ্গলে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম গৌড় রাউথ (৪১)। কাঁকসার বিদবিহারের শিবপুরের বাসিন্দা। বর্তমানে ফুলগেজে এলাকায় থাকতেন। শনিবার সকালে জাঠগড়িয়ার জঙ্গলে আশপাশের বাসিন্দারা পচা দুর্গন্ধ পায়। সন্দেহ হওয়ায় দুর্গন্ধের রহস্য খুঁজতে গিয়ে দেখতে পায় পচগলা মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মলানদিয়া ফাঁড়ির পুলিশ। তারপরই দেহ সনাক্ত করে গৌড়াবাবুর পরিবার পরিজনরা। গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ভাল ভেঙে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। মৃতদেহের পাশ থেকে একটি বহিকও উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। জানা গেছে, গত মাসখানার থেকে নিখোঁজ ছিল গৌড় বাবু। প্রসঙ্গত গত ৫ মে দুর্গাপুর ইন্সপাতপল্লী এলাকায় নিখোঁজ গৃহধ্বংস কচ্ছল উদ্ধার হয়। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চলা ছড়ায় শিল্পনগর দুর্গাপুরে। মৃতার নাম মহিলার নাম সরস্বতী যাবন (৪৮)। তার বাড়ি দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপের নাগার্জুন এলাকায় কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ ছিল। তাঁর আগে গত ৩ মে অভ্যন্তের ধাতুটিডিই গ্রামের শ্মশান সংলগ্ন এলাকায় মানুষের মাথার খুলি, হাড়, পুরনো জামা - কাপড় উদ্ধার হয়। বেশ কয়েকদিন ধরে রাস্তার পাশ থেকে দুর্গন্ধ সংগ্রহ করে থানায় নিয়ে যায়। তারও আগে, ৯ এপ্রিল লাউদোহা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলবুনি-মহেশপুর এলাকায় পরিত্যক্ত কুয়োয় উদ্ধার হয় মহিলার নরকচ্ছল। খবর পেয়ে পুলিশ কচ্ছলটি উদ্ধার করে ময়মাতদন্তের জন্য পাঠায়। তারপর এদিনের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবে চাঞ্চলা ছড়িয়েছে শিল্পাঞ্চলজুড়ে। তদন্তে নেমেছে কার্কসা থানার পুলিশ।

চালসায় চা বাগান থেকে পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, চালসা, ২৭ মে : জলপাইগুড়ির মেটেলি রুকের আইভিল চা বাগান থেকে একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার করা হল। শনিবার চা বাগানের ডাক্তি ডিভিশনের ৩৬ বি সেকশন থেকে ওই দেহ উদ্ধার করা হয়। এদিন, বাগানের শ্রমিকরা ওই সেকশনে চা পাতা তোলার কাজ করছিল। সেইসময় তারা চিতাবাঘের দেহ পড়ে থাকতে দেখে। বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে খবর দেওয়া হয় খুনিয়া স্কোয়াডে। সেখান থেকে বনকর্মীরা এসে লেপার্চের দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জার সজল কুমার দে জানান, ময়নাতদন্তের জন্য গরুমারায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ময়নাতদন্তের পরেই মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

গ্রামে বসেই দেখা যায় তৈরী হচ্ছে হাইকোর্ট, তবে বর্ষা আসলেই গ্রামের মানুষের দিন কাটে আতঙ্কে



দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ মে : জলপাইগুড়ি সদর রুকের এই মুহূর্তে সব দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল পাহাড়পুর, এই পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জমিতেই তৈরী হচ্ছে মেডিকেল কলেজ এবং কলকাতা হাই কোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেক্ষের স্থায়ী পরিকাঠামো। তবে অবাক হলেও বাস্তব এটাই, এই পঞ্চায়েতের

সরকারের কথাতে এমনটাই মনে হয়। জমিদার পাড়ার থেকে শহরের যে কোনো স্থানে যেতে গেলে পার হতে হয় একটি বড়ো খাল। এখানেই বসবাস বেশ কয়েকটি পরিবারের। অচ্যুত দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে সেই খালের ওপর গ্রামবাসীরা নিজেরাই বাঁশের সাঁকো তৈরি করে নিজেদের যাতায়াত বজায় রাখে ভরা বর্ষায়। এবারেও

চলছে বাঁশের সাঁকো তৈরীর কাজ। গ্রামের ছাত্র যুবরাজ রায় বলেন, বর্ষা আসলেই ভয় হয়, কারন এই খাল পেরিয়ে যেতে হয় স্কুল, জল বেশী হলে ভয়ে পারাপার করতে বুক কেঁপে উঠে। যদিও এলাকার উপপ্রধান বেনু রঞ্জন সরকারের কথাতে, দীর্ঘ দিন ধরে ব্রীজ হচ্ছে না গ্রামবাসীদের ক্ষোভ তো থাকবেই, তবে প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকার প্রয়োজন ওই ব্রীজ নির্মাণ করতে, এতো অর্থ নেই আমাদের কাছে। যদিও এবারের পঞ্চায়েত

ভোট নিয়ে রীতিমত রহস্য লুকিয়ে রাখলেন জমিদার পাড়ার বাসিন্দা এক বৃদ্ধা, তিনি বলেন, অনেক দিন থেকেই এই বাঁশের সাঁকোর ওপর দিয়ে ভরা বর্ষায় যেতে হয়, আমরা পা খারাপ, তাও ভরসা ওই বাঁশের সাঁকোই, পঞ্চায়েত ভোট আসে যায় কিন্তু আমাদের এই ব্রীজ তৈরী হয় না, এবার তাই দেখি ভোট কাকে দিই।

বন্ধ ১০০ দিনের কাজ, আবার ভিন রাজ্যে পাড়ি পুরুলিয়ার শ্রমিকদের

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২৭ মে : বন্ধ রয়েছে ১০০ দিনের কাজ। কাজ করেও টাকা পাননি অনেকেই। বর্তমানে জেলায় কাজ নেই। রোজগার না থাকায় পরিবারে দেখা দিয়েছে অভাব অনটন। তাই ফের ভিন রাজ্যে কাজের তাগিদে পাড়ি দিচ্ছেন পুরুলিয়ার শয়ে শয়ে শ্রমিক। পুরুলিয়া জেলার পাড়া, কাশিপুর, হুড়া, পুঞ্চা সহ বিভিন্ন রক থেকে শ্রমিকরা পুরুলিয়া স্টেশন থেকে রওনা দিচ্ছেন ভিন রাজ্যে। কেউ যাচ্ছে ঢেরাই, কেউ হায়দ্রাবাদ, কেউ বেঙ্গালুরু, কেউ আবার যাচ্ছেন বিশাখাপত্তনমে। বিবেশ করে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে কাজের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন পুরুলিয়ার শ্রমিকরা । জেলায় কর্মসংস্থান নেই। তাই ভিন রাজ্যে কাজের জন্য যেতে বাধ্য হচ্ছে শ্রমিকরা। এমনই দাবি করেছেন জেলা বিজেপি সভাপতি। অন্যদিকে জেলা তৃণমূল সভাপতির দাবি, ‘১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে রেখেছে কেন্দ্র সরকার। যদিও রাজ্য সরকার চেষ্টা করছেন শ্রমিকদের জেলায় কাজ দেওয়ার’। শ্রমিকদের আক্ষেপ, জেলার ছেলেদের জন্য জেলায় কাজ নেই। কোনও মতে কাজ জুটলেও, বেতন খুবই কম। বন্ধ ১০০ দিনের কাজ। অব কার্ড থাকলেও কাজ নেই। কেউ আবার ১০০ দিনের কাজ করেও টাকা পাননি বলে অভিযোগ। বাড়িতে বসে করবেন কী এই চিন্তায় ঘুম উড়েছে জেলার খেটে খাওয়া শ্রমিকদের। পরিবারে দেখা দিয়েছে অভাব অনটন।

তাই এবার উপায় না দেখে, ভিন রাজ্যের কাজের জন্য পাড়ি দিচ্ছেন পুরুলিয়ার শয়ে শয়ে শ্রমিক।



কেউ বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে, কেউ আবার পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে রওনা দিচ্ছেন। উল্লেখ্য, বিগত কোভিড পরিস্থিতিতে লকডাউনের সময় জেলায় ফিরেছিলেন পুরুলিয়ার প্রায় ৫০ হাজারেরও বেশি পরিবার। শ্রমিক। সেই সময় রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের জেলায় কাজ

দেওয়ার আশ্বাসও দেওয়া হয়। কিন্তু শ্রমিকদের অভিযোগ, প্রথম দিকে কিছুদিন কাজ জুটলেও, বর্তমানে তারা বেকার। তাই ফের ভিন রাজ্যে রকনা দিচ্ছেন পুরুলিয়ার শ্রমিকরা। জেলায় যদি কাজ জুটত, তাহলে বাইরে যাবেন কেন? প্রশ্ন তুলছেন শ্রমিকরাই। এই বিষয়ে জেলা তৃণমূল সভাপতি সৌমেন বেলথারিয়া বলেন, ‘১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে রেখেছে কেন্দ্র। তবুও রাজ্য সরকার বিভিন্ন দফতরে শ্রমিকদের কাজ দেওয়ার উদ্যোগী হচ্ছে। আমরা শ্রমিকদের পাশে ছিলাম, আছি এবং থাকব’। অন্যদিকে জেলা বিজেপি সভাপতি বিবেক রাস্ক বলেন, ‘১০০ দিনের কাজের টাকা কেন্দ্র পরিবার বন্ধ করে রাখলে এর জন্য দায়ী তৃণমূল নেতা এবং রাজ্য সরকার। আগে দুর্নীতি বন্ধ করলে, ভুয়ো জবকার্ড বাতিল করতে হবে। আসলে জেলায় কর্মসংস্থান না থাকার কারণে শ্রমিকরা ভিন রাজ্যে কাজের জন্য যাচ্ছেন’।

লাউদোহায় সিভিক ভলেন্টিয়ার সহ তিন ভাইবোনের রহস্যজনক অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৭ মে : মর্মান্তিক। একই ঘরে তিন ভাইবোনের অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার। শনিবার কাঞ্চভোরে মর্মান্তিক ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল লাউদোহার লক্ষরবাঁথের আদিবাসী পাড়ায়। পারিবারিক অশান্তি না অন্য কোন কারণে অশান্তিহীন মৃত্যু গোটা ঘটনায় বিস্তর আলোচনার দানা বেঁধেছে এলাকায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেট পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতদের নাম মঙ্গল সোরেন (৩৬), লাউদোহা থানায় সিভিক ভলেন্টিয়ার কর্মরত। তার বোন সুমি সোরেন (৩৫) কলকাতায় নার্সের কাজ করে। সপ্তাহ দুয়েক আগে বাড়িতে এসেছে। আর এক বোন সুকুমনি সোরেন (২৮) বাড়িতেই থাকত। তাদের বাবা হপনা সোরেন প্রাক্তন ইসিএল কর্মী। মা কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। ঘটনায় জানা গেছে, এদিন ভোরে তাদের বাবা হপনা সোরেন পুকুরে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে দরজা বন্ধ। ধোঁয়া বেরোতে দেখে শাবল দিয়ে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে। ততক্ষণে তিনজনের দগ্ধ মৃতদেহ পড়ে। ঘরের অন্যান্য আসবাবপত্রও পুড়ে গেছে। হপনা সোরেন জানান, ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। সেটা দেখে লোকজন ডাকলাম। দরজা ভেঙে দেখি, তিনজাই পড়ে গেছে। ঘরের ভেতর আশুন্ড ঝলছে। আশুন্ড জল দিয়ে নেভানো হল। আশপাশের লোকজন তাদের হাসপাতালে নিয়ে যায়। অগ্নিদগ্ধ তিনজনকে উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে

নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় লাউদোহা থানার পুলিশ। তবে কিভাবে আগুন্ লাগল গোটা ঘটনায় রহস্যের দানা বেঁধেছে। তাদের প্রতিবেশী সাধন টুডু জানান, অত্যন্ত ভাল পরিবার। ঘরে কোন অশান্তি ছিল না। জানা গেছে, মঙ্গল সোরেনের সম্পত্তি বিয়ের ঠিক হয়েছে।কয়েকদিন পরই বিয়ে। তার জন্য মেয়ের পরিবারের লোকজনও আসার কথা ছিল। তার আগে এহেন রহস্যমূর্ত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। প্রশ্ন, পারিবারিক অশান্তি চলছিল। তার জেরেই কি একসঙ্গে তিনভাইবোনে আত্মহত্যা করল? যদিও পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শনে সাংসদ



দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ মে : শনিবার সকালে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শনে যান দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তু। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন সহ অন্যান্যরা। এদিন তিনি হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে যান, রোগী ও তাদের পরিজনদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। পাশাপাশি হাসপাতাল কর্তৃ পক্ষের সঙ্গেও আলোচনা করেন সাংসদ। বর্তমানে হাসপাতালের পরিস্থিতি কি রয়েছে সকলে সঠিক পরিষেবা পাচ্ছে কি না তাও খতিয়ে দেখেন সাংসদ।

চিতাবাঘের চামড়া পাচারের চেষ্টা, ধৃত ৪

দুরন্ত বার্তা, চালসা, ২৭ মে : চিতাবাঘের চামড়া সহ প্রেফতার করা হল ৪ জনকে। শুক্রবার রাতে মেটেলি রুকের মূর্তি ডিভিশন চা বাগান থেকে তাদের প্রেফতার করা হয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগ ও মেটেলি থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের ধরে ফেলে। রাতেই ৪ জনকে গরুমারা নর্থ রেঞ্জ অফিসে নিয়ে আসা হয়। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের কাছ থেকে একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের চামড়া উদ্ধার হয়েছে। সেটিকে অন্য কোথাও পাচারের চেষ্টা চলছিল বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। রাতে ধৃতদের মেটেলি থানার পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়। শনিবার তাদের চালসার মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ডাক্তারি পরীক্ষার পর জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। কিভাবে তাদের কাছে ওই চিতাবাঘের চামড়া এল, ঘটনায় আরও কেউ জড়িত আছে কিনা সেসব বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

ডুয়ার্সের প্রতিটি চা বাগানে গেট মিটিং আয়োজিত হল

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৭ মে : চা বাগানের শ্রমিকদের বর্ধিত



১৮ টাকা বেতন প্রদানের দাবিতে শনিবার ও ডুয়ার্সের প্রতিটি চা বাগানে গেট মিটিং আয়োজিত হল। শনিবার সকালে কালচিনি রুকের দলসিংপাড়া মেচপাড়া, চুয়াপাড়া, মালদ্বী, সাঁতালি, সুভাষিনি সহ বিভিন্ন চা বাগানে গেট মিটিং করল তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন। চা বাগানের শ্রমিকদের ১৮ টাকা দৈনিক মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে গত ২৫ মে থেকে চা বাগানে গেট মিটিং এ সামিল হয় তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন।

ভুট্টাখেত থেকে ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, হেমতাবাদ, ২৭ মে : ভুট্টাখেত থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হল। হেমতাবাদ থানার ২৬ নম্বা গ্রাম পঞ্চায়েতের কলুয়া গ্রামের ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম ওসমান আলি (৪০)। শনিবার সকালে ওই ব্যক্তির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় হেমতাবাদ থানা। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। মৃতের পরিবারের দাবি, ওই ব্যক্তিকে শ্রুসরোধ করে খুন করা হয়েছে। পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আন্তার জানান, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ জানা যাবে না। তদন্ত চলছে।

শহরবাসীর সমস্যা শোনার জন্য প্রতি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে ‘টক টু মেয়র’ কর্মসূচি সারেন মেয়র গৌতম দেব

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ মে : শহরবাসীর সমস্যা শোনার জন্য প্রতি শনিবার পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে ‘টক টু মেয়র’ কর্মসূচি সারেন মেয়র গৌতম দেব। একইভাবে শনিবার তিনি এই কর্মসূচির মাধ্যমে শহরবাসীর অভিযোগ শোনেন। সেই সমস্ত অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয়। তার ওপর কাজ করার আশ্বাস দেন মেয়র। ইতিমধ্যেই টক টু মেয়র কর্মসূচিতে অভিযোগ পেয়ে একাধিক এলাকা পরিদর্শন করেছেন মেয়র। আগামীতে যেখানে প্রয়োজন হবে সেখানে নিজে পরিদর্শনে গিয়ে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন মেয়র।



দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ মে : শহরবাসীর সমস্যা শোনার জন্য প্রতি শনিবার পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে ‘টক টু মেয়র’ কর্মসূচি সারেন মেয়র গৌতম দেব। একইভাবে শনিবার তিনি এই কর্মসূচির মাধ্যমে শহরবাসীর অভিযোগ শোনেন। সেই সমস্ত অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয়। তার ওপর কাজ করার আশ্বাস দেন মেয়র। ইতিমধ্যেই টক টু মেয়র কর্মসূচিতে অভিযোগ পেয়ে একাধিক এলাকা পরিদর্শন করেছেন মেয়র। আগামীতে যেখানে প্রয়োজন হবে সেখানে নিজে পরিদর্শনে গিয়ে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন মেয়র।

ব্যক্তিকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠলো হেমতাবাদ থানার পুলিশের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২৭ মে : ২৬ এপ্রিল গভীর রাতে কালিগাওঁজে পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর অভিযোগের পর ফের ২৬ মে গভীর রাতে পুলিশের মারে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠলো হেমতাবাদ থানার পুলিশের বিরুদ্ধে। অভিযোগ বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলদিঘি গ্রামে উসমান আলী নামের এক ব্যক্তিকে পুলিশ প্রেফতার করতে যায়। পুলিশ কে দেখে পালিয়ে যায় উসমান, পুলিশও তাড়া করে তাকে। পরে রাতে আবার পুলিশ ওই বাড়িতে ফিরে আসলেও ফেরেনি উসমান আলী। শনিবার সকালে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয় বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে ওই গ্রামেরেই ভুট্টাক্ষেতে। পরিবারের দাবী পুলিশ পিটিয়ে মেরেছে ওই ব্যক্তিকে। ইতিমধ্যেই ওই মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত করার জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের পুলিশ মর্গে পাঠিয়েছে। বেলদিঘী গ্রামে প্রচুর পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। ঘটনাস্থলে আছে রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার পুলিশের উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকরা। তবে পুলিশের তদন্তে ভরষা নেই পরিবারের তারা সিবিআই তদন্তের দাবী করেছেন।

পাকা রাস্তার দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন গ্রামবাসীর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ মে : পাকা রাস্তার দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন গ্রামবাসীরা। পাশাপাশি ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি দেন গ্রামবাসীরা। উল্লেখ্য ভোট আসে ভোট যায় তাও তাদের সমস্যা সমাধান হয় না। এমনি পাকা রাস্তা দাবি জানিয়ে মালদা এর বামনগোলা রুকের মহেশপুর এলাকায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন গ্রামবাসীরা। তাদের অভিযোগ বহুবার বিভিন্ন মহলে জমিন ও এমনকি নেতা - মন্ত্রীদের জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি , এমনকি ওই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন প্রচুর লোকের আনানো হয়। বর্ষার সময় ওই রাস্তা পুকুরে পরিনত হয়। তাই এবার পথে নেমে ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওই এলাকার সাধারণ মানুষ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে মহেশপুর থেকে আমড়াতলী পর্যন্ত কাটাগাছি এলাকায় রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তাই এবার পাকা রাস্তা দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন গ্রামবাসীরা। তারা এদিন ওই রাস্তায় ধানের চারা গাছেরোপ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল। এই বিষয়ে বামনগোলা রুকের ডিডিও রাজু কুন্ডু বলেন, তারা গত মে মাসে ১৮ তারিখ তাদের অভিযোগ জমা করেছেন সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে উপর মহলে জানিয়েছেন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

তৃতীয় বন্দে ভারতের শুভ সূচনা করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ মে : এন জে পি থেকে গৌহাটি শীর্ষই ছুটবে বন্দে ভারত, যাত্রা পথে পাথর ছোঁড়ার ঘটনা এড়াতে অনুষ্ঠিত হলো বিশেষ সচেতনতা শিবির। জেলার মাটি দিয়ে নিরাপদেই ছুটবে নয়, প্রতিশ্রুতি তৃণমূল বিধায়কের। আগামী মাসেই বাংলা পাচ্ছে তৃতীয় বন্দে ভারত ট্রেন, যেটি যাত্রা শুরু করবে নিউ জলপাইগুড়ি জংশন স্টেশন থেকে। যাত্রাপথে এই অত্যধুনিক ট্রেন টিকে পার করবে যেতে হবে বোলাকবা, জলপাইগুড়ি রোড সহ বিভিন্ন স্টেশন গুলি, অতীতের কিছু খারাপ অভিজ্ঞতার থেকে পাঠ নিয়ে শনিবার রেলের কাটিহার বিভাগের উদ্যোগে এবং জলপাইগুড়ি রেল পুলিশের ব্যবস্থাপনা এক সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, মূলতঃ বোলাকবা অঞ্চল দিয়ে যাবার সময় যাতে ট্রেনটিতে পাথর ছোঁড়ার মতো ঘটনা না ঘটে সেই বিষয়ে সাধারন মানুষকে সচেতন করেন রেল পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক সহ রায়গঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক খগেন্দ্র রায়। ইতিমধ্যেই রেল মন্ত্রক বিশ্বাস করে খবর আগামী ২৯ মে সকালে ভার্চুয়ালি এই ট্রেন যাত্রার শুভ সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী।

বোমা উদ্ধার, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৭ মে : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার ৫০টি তাজা বোমা উদ্ধার করলো রামপুরহাট থানার পুলিশ। জানা গেছে, রামপুরহাটের পূর্ব দিকে কামাখ্যা যেতে মাঠে কালভার্টির ধারে পাঁচটি বালতিতে ৫০ পিস বোম রাখা ছিল। তদন্তে রামপুরহাট থানার পুলিশ।

মারদা কমার্শিয়াল অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড					
	রেঞ্জ: অফিসঃ ১১, ব্লকড লেন, ১ম তল, রুম নং-৭, থানা- হোয়ার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৬৯				
	কর্পোরেট অফিসঃ ৮১, কাঞ্চনলাল ইন্ডাস্ট্রি এন্ডেট, পাতপারগাড়া, পিন্নী-১১০০৯২				
	CIN: L65929WB1990PLC048280, www.mchl.co.in ই - পেন - info@mchl.co.in				
	৩১ মার্চ, ২০২৩ এই শেষ হওয়া নির্দেশিকা এবং বর্ষ শেষে জন্য স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (টাকা লক্ষে)				
ক্র.সং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক শেষ ০3-০৩-২০২৩ অধিরুদ্ধিত	বর্তমান বছর শেষের পর ০3-০৩-২০২৩ নিরীক্ষিত	পূর্বাবধি ত্রৈমাসিক শেষ ০3-০৩-২০২২ অধিরুদ্ধিত	টাকা লক্ষে)
১	মোট আয় কারবার থেকে	৪৮.১৩	১৯৮.৫২	৫৯.৬৫	
২	মোট লাভ (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পূর্বে, অতিরিক্ত এবং অথবা অসামান্য আইটেনে)	-৪১.৯৩	৭.১৬	১.৮০	
৩	মোট লাভ (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পূর্বে, অতিরিক্ত এবং অথবা অসামান্য আইটেন পর)	-৪১.৯৩	৭.১৬	১.৮০	
৪	মোট লাভ (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর,(অতিরিক্ত এবং অথবা অসামান্য আইটেন পর)	-৫৮.৩৭	-১৪.৯৭	৩.৯৬	
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ/ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়	১০৯.৯৮	১৫৫.৩৮	২৩৮.৬৯	
৬	ইকুইটি শেয়ার মুদ্রণ	১০০০.০৬	১০০০.০৬	১০০০.০৬	
৭	অন্যান্য (ক্রেডিট রেভ্যুয়ালেশান রিসার্চ ছাড়া) পূর্ব বছরের ব্যালান্সিট অনুযায়ী	-	৩৮১১.০২	-	
৮.	শেয়ার প্রতি আর (১০ ট) টাকা প্রতি (বার্ষিকীকৃত নয়, ত্রৈমাসিক অর্ধে)	০.৫৮	০.১৫	০.০৪	
	ক) ওই	০.৮৮	০.১৫	০.০৪	
	খ) শিশু				

(নোটঃ উপরোক্ত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলটি ত্রৈমাসিক এবং ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে শেষ হওয়া অর্থ বছরের পর নির্ধারিত কালটি এবং ত্রিবেশিকের বোর্ডের সাথে সংঘটিত ২৭ মে, ২০২৩ তারিখে শেষ হওয়া সভায় স্বীকৃত যা SEBI (লিফট) ব্যাংক আদার ডিস্কোয়াস রিকোয়ারমেন্টে) রেজুলেশন, ২০১৫ এর রেজুলেশন ৩৩ অনুযায়ী গঠিত কোম্পানির অডিটর দ্বারা ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে শেষ হওয়া অর্থ বছরের এই ফলাফল নিরীক্ষিত এবং অডিট সার্টিফিকেট গৃহীত হয়েছে।

২. পূর্ববর্তী বছর শেষের অর্থ এডি পুনরায় সন বন্ধ। পুনর্মিলাপ করা হয়েছে যখন বেরকম প্রত্যাক্ষ হয়েছে বর্তমান অর্থের নিরীক্ষা।

খ) উপরোক্ত ত্রৈমাসিক ফলাফলগুলি ত্রৈমাসিক বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ যা অডিট করা হয়। তাই SEBI (লিফট) ব্যাংক আদার ডিস্কোয়াস রিকোয়ারমেন্টে) রেজুলেশন, ২০১৫ এর রেজুলেশন ৩৩ অনুযায়ী গঠিত। এই ফলাফলের বিবৃতিতে স্বন স্বন এক্সপ্লোরের ওয়েবসাইট www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.mchl.co.in তে ছিলবে।

মারদা কমার্শিয়াল অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড এর পক্ষ থেকে

শ্রীমন্ত রাম রাধাকরণাল

ব্যবসায়ী - মনোজ কুমার দাস

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

DIN:00123866

২০২৩-২৪

২০২৩-২৪

২০২৩-২৪

খাবার-দাবার

আম দিয়ে যে এত রকমের মিষ্টি বানানো যায়, জানা ছিল না

আমের স্বাদ যাতে বাংলার বিখ্যাত সব মিষ্টিতেও থাকে, সেভাবে মিষ্টান্ন তৈরির কথা বলেছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। আর তারপরেই আমের মিষ্টিতে নতুন চমক। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। যে কোনও উৎসবই বাঙালিদের কাছে একটা বিশেষ দিন। আর এই দিনকে সামনে রেখে আমের রকমারি মিষ্টি বানিয়ে চমকে দিল রিখডার ফেলু মোদক। বছরের এই উৎসবের দিন গুলোতে কোনও খামতি রাখতে চান না কেউই। ফল থেকে মিষ্টি-কেনও খাবারই প্রায় বাদ পড়ে না পাতে। সেখানে যদি নিত্যনতুন কিছু দেওয়া যায়, তাহলে তো আর কথাই নেই। এবার সেই কথা মাথায় রেখে আম দিয়ে বিভিন্ন প্রকারের মিষ্টি বানিয়ে সকলকে চমক দিচ্ছে রিখডার বিখ্যাত মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারী সংস্থা ফেলু মোদক। আম দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বিভিন্ন প্রকারের মিষ্টি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আমের জলভরা, আম দুধ, আমের লবঙ্গ লতিকা, আমের গুঁজিয়া, কাঁচা ও পাকা আমের রসগোল্লা, আর বিশেষ আকর্ষণ আমের রাবড়ি। ফেলু



কথা বলেছিলেন, তারপর থেকেই ভাবনা শুরু করি যে আম দিয়ে বিশেষ কী বানানো যায়। আর সেই ভাবনা মতো আম দিয়ে বানানো হয়েছে একের পর এক মিষ্টি। অমিতাভ বাবু আরও বলেন, এবার আমের মিষ্টির চাহিদা অনেক বেশি। এই গরমে মানুষ ফল আর মিষ্টি

যেন আলাদাভাবে খেতে চাইছে না। তাই এবার আম ও মিষ্টির স্বাদ একসঙ্গেই পেয়ে যাবে মানুষ। জমাইঘাটর জন্য অনেক রকমের স্পেশ্যাল আমের মিষ্টি তৈরি করা

হয়েছে। যেগুলোর চাহিদাও বাড়ছে। আগামী দিনে আম দিয়ে আরো কী কী নতুন মিষ্টি বানানো যায়, সেটাও ভেবে দেখা হবে। আর যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী আমের মিষ্টির কথা বলেছিলেন, তাই আম দিয়ে এসব বিভিন্ন মিষ্টি মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানোর কথাও ভাবা হচ্ছে।

চেনা ভেটকি মাছের অচেনা স্বাদ পেতে বানিয়ে ফেলুন লেমন বাটার গার্লিক ফিশ!

ভোজনরসিক বাঙালির পাতে মাছ ছাড়া ভাবা যায় নাকি! কথাতৈই বলে ‘মাছে ভাতে বাঙালি’। ভাজা, বাল, বোল, কালিয়া, সর্ষে, পাতুরি, মালাইকারি- মাছের যে কত রকমের পদ হয় তা একমাত্র বাঙালিই জানে! তবে মাছের দেশি পদের পাশাপাশি, বাঙালির কিন্তু কণ্ঠিনেন্টাল পদও বেশ পছন্দ। কণ্ঠিনেন্টাল খাওয়ার জন্য সাধারণত রেস্টুরেন্টেই যেতে হয়। তবে জিতে জল আনা কণ্ঠিনেন্টাল রান্না বাড়িতে বানানো কিন্তু খুব একটা ঝকির নয়! সহজেই বানিয়ে ফেলা যায় এই জাতীয় পদ। এ বার চির পরিচিত ভেটকি মাছ দিয়েই বানিয়ে ফেলুন লেমন বাটার গার্লিক ফিশ। রইল প্রণালী।

ভারতের গৌরবময় ইতিহাস এবং জীবনযাত্রার উদযাপন ফিরে দেখতে প্রবাদ প্রতিম চলচ্চিত্র গুলির প্রদর্শন করা হবে আইলিড চলচ্চিত্র উৎসবে

২৭ মে : ইনস্টিটিউট অফ লিডারশিপ, এক্সপেনিউরিমণ এবং ডেভেলপমেন্ট-এর নির্মাণ ইউনিট আইলিড ফিল্মস তাদের আসন্ন আইলিড ফিল্ম ফেস্টিভালের সূচনার কথা রোমান্সের সঙ্গে যোগা করছে যা আগামী ২৬ শে মে থেকে ৩০ মে পর্যন্ত প্রতিদিন বিকেল পাঁচটার পর থেকে চলবে। কলকাতার তপসিয়ায় আইলিড প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত ওই চলচ্চিত্র উৎসবে দর্শকেরা আইলিড ফিল্মসের নির্মিত সেরা ছায়াছবিগুলি দেখার সুযোগ পাবেন। মানবিক আবেগ থেকে দোষের গৌরবময় ইতিহাস সম ভূয়ে যাওয়া হবে ওই নানা স্বাদের চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মধ্যে দিয়ে। উৎসবের রোজনামচা-আইলিড ফিল্মস তাদের উৎসবে বহু সংখ্যক ছায়াছবি মানুষকে উপহার দিতে তাই যেগুলি একইসঙ্গে চিত্রাভানার রসদ যোগায় শিক্ষা এবং সমাজ সচেতনতার পাঠক দেয়। উৎসবের সূচি নিম্নরূপ- ২৬ মে- ১৯৭১ভারতের সেরা সময় এই ছবিতে ১৯৭১ সালের ইন্দো-পাক যুদ্ধে ভারতের ঐতিহাসিক সামরিক বিজয়কে তুলে ধরা হয়েছে যা বাংলাদেশকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল। প্রত্যেক ভারতবাসীর

কাছে এটি একটি অবশ্য দর্শনীয় ছায়াছবি। যেখানে তুলে ধরা হয়েছে কিভাবে ভারত সরকারের প্রতিটি দপ্তর চরম দক্ষতা এবং সময়ের মধ্যে দিয়ে কাজ করে ওই জয় এনে



দিয়েছিল। ২৭ মে- বিফোর ইউ ডাঃ-রাজস্থানের এক অল্পবয়সী মেয়ে কাব্য বাবার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের মনোরম পাহাড়ি অঞ্চলে বেড়াতে এসেছিল। সেখানে তার দেখা হয় দার্জিলিং এর চা বাগানে কাজ করা কুলদীপ নামে একটি ছেলের সঙ্গে। ধীরে ধীরে সে ওই ছেলেরির প্রেমে পড়ে। কিন্তু যখন ছেলেরা তাকে প্রেম প্রস্তাব দেয় তখন তাকে ছেড়ে দিয়ে সে চলে যায়। কিন্তু কুলদীপ আশা না ছেড়ে তাকে খুঁজতে বেরোয়। এটি

একটি আবেগপূর্ণ ভালোবাসাময় জীবনের গল্প। ২৮ মে-কুসুম কা বিহা এখনো মুক্তি না পাওয়া সিনেমাটি তৈরি করা হয়েছে এমন একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে যা

বছরের ব্রিটিশ শাসক থেকে মুক্তি পাওয়ার কাহিনী শোনানো এই ছবি। ওই সময়ের প্রকৃত কিছু ফুটেজ এবং নির্ভরযোগ্য নানা উপাদানের মধ্যে দিয়ে দর্শকেরা ওই সময়ের পোঁছে যাঁদের এবং সাক্ষী থাকেন সেশের সবথেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ক্রমের। ৩০ মে- ইন্দিরা এই তথ্যাচিত্রে দুর্মূল্য কিছু ফুটেজের মধ্যে দিয়ে দেশের সেই নেত্রীর কথা তুলে ধরা হয়েছে যিনি দেশকে এগিয়ে দিয়ে গেছেন ভবিষ্যতের দিকে। বিবিসি তাকে শতকের শ্রেষ্ঠ নারী হিসেবে উল্লেখ করেছে এবং টাইপ ম্যাগাজিন তাকে স্থান দিয়েছে গত শতকে বিশ্বের ১০০ জন শক্তিশালী মহিলার তালিকায়। আইলিড ফিল্মস উৎকৃষ্ট মানের চলচ্চিত্র নির্মাণে লাগাতার নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছে। এই চলচ্চিত্র উৎসব আমাদের ব্যতিক্রমী এবং সমাজকে ভাবনার রসদ যোগানো কিছু গল্প বারার পছন্টের প্রতি নিষ্ঠার অভিজ্ঞান। চলচ্চিত্র মেদী, সমালোচক, এই জগতের পেশাদার ব্যক্তি, ছাত্রছাত্রী অভিভাবক সবাইকেই আমরা ২৬ শে মে থেকে ৩০ শে মে পর্যন্ত আয়োজিত এই চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নেওয়ার জন্য দুহাত বাড়িয়ে স্বাগত জানাই।

প্রমাণ করে সত্যি অনেক সময় কল্পনার থেকেও অল্পত। এটি এমন একটি ছবি যেখানে দেখানো হয়েছে মানুষের দৃঢ় সংকল্প চরিত্র সমস্ত বাধা বিপদ থেকে অতিক্রম করতে সক্ষম। এটা এমন একটি গল্প যেখানে সমাজের দরিদ্রতম মানুষটির কোভিড পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াইয়ের কথা তুলে ধরা হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে বিহার এবং ঝাড়খণ্ড দুই রাজ্যের তিরিকালীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা। ২৯ মে- ট্রান্সফার অফ পাওয়ার-২০০

মাত্র ১৫ মিনিটের তৈরি হবে কফি কাপ কেক! কী ভাবে? দেখুন রেসিপি

কেক জিনিসটা বাচ্চাদের পছন্দের খাবার। তা হলেও, কেকের প্রতি ভালবাসা কিন্তু বড়দেরও কম নয়। স্ট্রবেরি, ম্যান্ডার, চকোলেট, ভ্যানিলা –এরকম নানা স্বাদের কেক চোখের সামনে থাকলে জিতে জল আসে বাচ্চা থেকে বয়স্ক প্রায় সকলেরই। তবে যত রকমের কেকই খান না কেন, কাপ কেকের প্রতি কিন্তু সকলেরই একটা আলাদা টান আছে! কাপের মধ্যে বসানো নরম তুলতুলে কেকে একটা কামড় দিলেই মন ভরে যায়। আপনি চাইলে বাড়িতেও তৈরি করতে পারেন খুব সহজে। এর জন্য লাগবে মাত্র কয়েকটি উপকরণ। আজ আপনাদের জন্য রইল কফি কাপ কেকের রেসিপি। তাহলে দেরি না করে ঝটপট দেখে নিন কী ভাবে বানাবেন কফি কাপ কেক। উপকরণ এক কাপ ময়দা, ২ টেবিল চামচ ইনস্ট্যান্ট কফি পাউডার, পরিমাণমতো দুধ, ১৪ কাপ সাদা তেল বা মাখন, আধা কাপ চিনি, ৪ টেবিল চামচ গুঁড়ো দুধ, আধা চা চামচ ভ্যানিলা এসেন্স, ১ চা চামচ বেকিং পাউডার, ১৪ চা চামচ বেকিং সোডা, ১ চা চামচ ভিনেগার, সাঞ্জানোর জন্য চকো চিপস। ২৪০

এমএল মাপের কাগজের কাপ। প্রণালী মিশ্রিতে চিনি, কফি পাউডার, আধা কাপ লিকুইড দুধ, সাদা তেল, ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে ভাল ভাবে ব্লেন্ড করে নিন। একেবারে ক্রিমি মিশ্রণ তৈরি হবে। একটি বাটিতে কফির এই মিশ্রণ ঢেলে নিন। এর মধ্যে ময়দা, বেকিং



পাউডার, বেকিং সোডা, গুঁড়ো দুধ একসঙ্গে মাথিয়ে নিন ভাল করে। ব্যাটার অতিরিক্ত ঘন হয়ে গেলে আরও ২ টেবিল চামচ লিকুইড দুধ দিয়ে ফেটিয়ে নিন। ব্যাটারে যাতে কোনও ঢেলা না থাকে। একেবারে মসৃণ ব্যাটার তৈরি করবেন। এবার

কফির ব্যাটারে দিয়ে দিন ভিনেগার। আবারও ফেটিয়ে নিন ভাল করে। কেকের মিশ্রণ রেডি হয়ে গেলে পেপার কাপে ভরে নিন। তবে পুরো কাপ ভরে দেবেন না। কাপের অর্ধেকটা ভরে দিন, কারণ কেক বেক হওয়ার সময় কেকের মিশ্রণটি ফুলে উঠবে। এর ওপরে ছড়িয়ে দিন

চকো চিপস। মাইক্রোওয়েভ ওভেন ১৮০ ডিগ্রিতে ১০ মিনিট প্রি-হিট করে রাখবেন। ওভেনে কাপ কেক ১৫ মিনিট বেক করে নিন। ব্যস, তৈরি হয়ে যাবে কফি কাপ কেক! তার পরে সকলকে পরিবেশন করতে পারেন।

সুমেরু পর্বতে আটকে পড়া তীর্থযাত্রীদের সহায়তায় এসডিআরএফ জওয়ানরা

রুদ্রপ্রয়াগ (উত্তরাখণ্ড), ২৭ মে : খারাপ আবহাওয়ার কারণে কেন্দারনাথের সুমেরু পর্বতে আটকা পড়া তীর্থযাত্রীদের উদ্ধারে নামল এসডিআরএফ জওয়ানরা। শতীন গুপ্ত (৩৮), বৃন্দাবনের (উত্তরপ্রদেশ) বাসিন্দাকে নিরাপদে বের করে আনা হয়েছে। জেলা কন্স্টেবল রুম ২৬ মে এসডিআরএফকে জানিয়েছিল, উভর মন্দিরের দিকে কেন্দারনাথ থেকে তিন থেকে চার কিলোমিটার এগিয়ে মেরু সুমেরু পর্বতের কাছে একজন তীর্থযাত্রী আটকা পড়েছে। আবহাওয়া খারাপ প্রবল তুষারপাত হচ্ছে। এর পর এসডিআরএফ টিম সেখানে চলে যায়। এসডিআরএফ জওয়ানরা তুষার কঠিন পরিস্থিতি, দুর্গম পথ এবং প্রবল তুষারপাতের মধ্যে স্পন্দে সাহস দেখিয়ে বরফের উপর দিয়ে হেঁটে পৌঁছেছেন। বিকল্প সম্ভাব্য ব্যবহার করে জওয়ানরা শতীনকে নিরাপদে কেন্দারনাথে নিয়ে যান। এরপর তাকে বিবেকানন্দ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

প্রেসম্যান অ্যাডভারটাইজিং-র শেয়ারহোল্ডার গণ সাইন পোস্ট ইন্ডিয়ার সাথে চুক্তি অনুমোদিত করেছে

কলকাতা, ২৬শে মে : ভারতের প্রাচীন স্বাধীন বিজ্ঞান সম্ভ্রাগুলির মধ্যে একটি এবং প্রধান স্টকএক্সচেঞ্জ তালিকাভুক্ত একমাত্র আইইএনএস স্বীকৃত সংস্থা প্রেসম্যান অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেড (প্রেসমান), ভারতের বৃহত্তম ডিওওএইচ এজেন্সিগুলির মধ্যে একটি সাইন পোস্ট ইন্ডিয়া লিমিটেড (সাইনপোস্ট)-এর সাথে যুক্ত হওয়ার চুক্তির পরিকল্পনা শেয়ার হোল্ডারগণ অনুমোদিত করেছে। প্রেসম্যান এবং সাইনপোস্ট-এর পরিচালন পর্ষদ এর আগেই ২৪শে জুন ২০২২ তারিখে চুক্তির পরিকল্পনার অনুমোদন দিয়েছিল, যেখানে প্রেসম্যান সাইন পোস্টের সাথে যুক্ত হওয়ার কথা বলা ছিল। ২৫শে মে ২০২৩ তারিখে মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চার আদেশানুসারে অনুষ্ঠিত একটি শেয়ার হোল্ডারগণের বৈঠকে, প্রেসম্যান এই চুক্তির পরিকল্পনার জন্য তার ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারগণের অনুমোদন চেয়েছিল। মাননীয় এনসিএলটি দ্বারা নিযুক্ত চেয়ারপার্সন মিস উর্মিলা চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায়, ৯৯.৯৯৮৬ শতাংশ ভোটচুক্তির পক্ষে দেওয়া হয়েছিল, যেখানে মাত্র ০.০০১৪ শতাংশ ভোটচুক্তির বিপক্ষে ছিল। এইচুজিরঅধীনে, প্রেসম্যানের শেয়ার হোল্ডারগণ প্রেসম্যানের একটি শেয়ারের বিক্রয়ময়ে সাইনপোস্টের একটি শেয়ার পাবে। একত্রীকরণহওয়ারপরে, প্রেসম্যানের প্রচারকারীগণ সাইন পোস্টের বর্তমান প্রচারকগণের সাথে যৌথ ভাবে সহ প্রচারক হবেন। এই একত্রীকরণ প্রক্রিয়াটি ভারতের দুটি সুপরিচিত ব্র্যান্ডকে একসঙ্গে যুক্ত করবে যাতে একটি উন্নতমানের পরিষেবা সরবরাহ করা যায়।

নিজেদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করুন, আহ্বান বাবা রামদেবের

হরিদ্বার, ২৭ মে : নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বয়কট করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিরোধীরা, সে বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করার আহ্বান জানানো যোগগুরু বাবা রামদেব। একইসঙ্গে ধর্গারত ক্রীড়াবিদদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, আমার বিশ্বাস আমাদের ক্রীড়াবিদরা রবিবার সংসদের দিকে যাবেন না। ভারতের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের রচনা হতে লেলেই রবিবার। নতুন সংসদ ভবন দেশকে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু, রাষ্ট্রপতিকে আমন্ত্রণ না জানানোয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিরোধীরা। এবিষয়ে শনিবার যোগগুরু বাবা রামদেব বলেছেন, আগামীকাল উদ্বোধন হতে যাচ্ছে নতুন সংসদ ভবন। যারা আগামীকাল সংসদকে “মর্যাদা” করার চেষ্টা করছেন, তাদের এই বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করা উচিত এবং বিরোধী দল যারা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাদের উচিত নিজদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা। আমি বিশ্বাস করি আমাদের কৃষ্ণীগীরা এটা বুঝতে পারবেন এবং আগামীকাল সংসদের দিকে যাবেন না।

ভারত এখন বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি উজ্জ্বল স্থানে রয়েছে : অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ২৭ মে : ভারত এখন বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি উজ্জ্বল স্থান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এই মন্তব্য করলেজ্ঞা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। তিনি শনিবার নতুন দিল্লিতে ৯ বছর-সেবা, সুশাসন, গরীব কল্যাণে জাতীয় কনক্‌ট্রের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর এবং তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী এল মুকুগনা। এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতার সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, প্রাচীন নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশ গত ৯ বছরে প্রতিটি ক্ষেত্রেই দারুণ উন্নতি করেছে। তিনি বলেন, একটি নতুন চিন্তা প্রক্রিয়া প্রতিটি উন্নয়নমূলক ও সামাজিক সেব্বিরে প্রকল্পের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠছে যা মানুষের জীবনকে বদলে দিয়েছে। সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের প্রশংসা করে তিনি বলেন, বর্তমান সরকার অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে গুরুত্ব দিয়েছে।

রাজগড়, গাড়ির থান্কায বাইক আরোহী দুই যুবকের মৃত্যু

রাজগড়, ২৭ মে : মধ্য প্রদেশের রাজগড়ের জাতীয় সড়ক ৫-এর সারাংপুর থানা এলাকার মৌ জোড় গ্রামে অবস্থিত গুর্জার ধাবার সামনে একটি দ্রুতগামী গাড়ি থান্কা মারে একটি বাইককে। দৃষ্টিনায় ঘটনাস্থলেই দুই বাইক আরোহীর মৃত্যু হয় এবং গাড়িতে থাকা দুইজন আহত হয়। শনিবার ময়নাতদন্ত শেষে দেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করে এবং গাড়ি চালকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারীক আশুতোষ উপাধায় জানিয়েছেন, শুক্রবার রাতে মহাসড়কের মৌ জোড়ের কাছে গুর্জার ধাবার সামনে একটি দ্রুতগামী গাড়ি একটি বাইককে থান্কা দেয়। দৃষ্টিনায় বাইক আরোহী গজরাজ ভিলালা (৪৫) এবং জগন্নাথ ভিলালা (২৫) ঘটনাস্থলেই মারা যান। এবং গাড়িতে থাকা কুলজিত সহ আরও এক যুবক আহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিশ চালকের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

ইমরান খানের ‘খেলা’ শেষ হয়ে গেছে : মরিয়ম

ইসলামাবাদ, ২৭মে : পাকিস্তান তেহরিকই ইনসাফ (পিটিআই) থেকে নেতানৈত্রীদের পদত্যাগের হিড়িক। যা নিয়ে পিটিআই প্রধান তথা প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে কটাক্ষ করলেন দেশটির ভাইস প্রেসিডেন্ট মরিয়ম নওয়াজ। ইমরান খানের ‘খেলা’ শেষ হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেন মরিয়ম নওয়াজ। পাক্‌জবপ্রদেশের বিহারি শহরে আয়োজিত পাকিস্তান মুসলিম লিগনওয়াজের (পিএমএলএন) – এর যুব সম্মেলনে দেওয়া বক্তব্যে মরিয়ম ৯ মে ইমরানের প্রেক্ষভাৱের



পর দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়া সহিংস প্রতিবাদের কঠোর সমালোচনা করেন। ইমরানের মুক্তির দাবিতে রাজপথে নামা তার নেতাকর্মী ও সমর্থকরা বিভিন্ন সামরিক বেসামরিক স্থাপনায় হামলা চালান। এর পর থেকে পিটিআই থেকে একে একে নেতারা পদত্যাগ শুরু করেন। ৯ মে থেকে এ পর্যন্ত ৭০ জনের বেশি নেতা ইরমান খানকে ছেড়ে গেছেন উল্লেখ করে দেশটির প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের মেয়ে মরিয়ম বিক্রপ করে বলেন, পিটিআই ছাড়তে লগ্না সারি পড়ে গেছে! কীভাবে জনগণ পাশে থাকবে, যখন নেতাই (ইমরান খান) একজন শেয়াল? ৯ মের ‘সব্বাসের’ জন্য ইমরানকে দায়ী করে পিএমএলএনের জ্যেষ্ঠ ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, ওর বক্তৃচ্চয়ে তার হৃদয় ভেঙে গেছে। তিনি ‘শহিদ’ হওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি পিএমএলএনের যুব সম্মেলন উৎসর্গ করেন। ইমরান খানের প্রেক্ষভাৱের ঘেরে দেশটির বিভিন্ন শহরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে তার সমর্থকদের সংঘর্ষে কমপক্ষে আটজন নিহত হয়েছেন। আহত হন প্রায় ৬০০ জন।

জনগণের কল্যাণে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে সরকারঃ অনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ২৭ মে : বিগত ৯ বছরে জনগণের কল্যাণে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। জের দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। শনিবার নতুন দিল্লিতে ৯ বছর-সেবা, সুশাসন ও গরীব কল্যাণে একটি সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, ক্রমাগত উন্নয়নমূলক ও কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি শেষ মাইল পর্বন্ত পৌঁছে দিয়ে মানুষের জীবনকে সহজ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, সরকার দরিদ্র মানুষকে তিন কোটি ৫০ লক্ষ পাকা ঘর দিয়েছে যা সরকারের প্রতিক্রি়িত পুনর্বাস্তা করে। আগের সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন, আগে অবাধ দুর্নীতি ছিল। কিন্তু এখন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা শাসনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, এসব প্রচেষ্টার ফলে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে ভারত। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিশ্ব মঞ্চে দেশের মর্যাদা বেড়েছে।

Name Change
I, MOHAMMED YEASUF ALI MOLLA (old name) S/O MAOLA BOX MOLLA, Resident of Vill-Latarbag, PO-Khasabanda, PS-Haroa, Dist-North 24 PgsWEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) YOUSUF ALI MOLLA, vide an affidavit sworn before the L.d. Judicial Magistrate 1st Class at Basihat, 24 Pgs(N) on 19/01/2023. MOHAMMED YEASUF ALI MOLLA and YOUSUF ALI MOLLA both are same and one identical person.

Name Change
I, MILAN MOLLA (old name) S/O ALAUDDIN MOLLA Resident of Vill& PO- Bownia, PS-Sandeshkhali, N 24 Pgs-743442 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MILON MOLLA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 27/05/2023. MILAN MOLLA and MILON MOLLA both are same and one identical person.

Name Change
I, ABDUL GOFFAR MOLLA (old name) S/O RAJIB ALI MOLLA Res-ident of Dakshinpara Chak Chandpur, Pania, PS-Degana, N 24 Pgs-743423 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) ABDUL GAFFAR MOLLA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 27/05/2023. ABDUL GOFFAR MOLLA and ABDUL GAFFAR MOLLA both are same and one identical person.

Name Change
I, Mamoni Ghosh (old name) W/O Robin Ghosh Resident of Dakshin-Jhapardai Tentulita , Domjur , Howrah 711405 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) Manasi Ghosh, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 27/05/2023. Mamoni Ghosh and Manasi Ghosh both are same and one identical person.

Name Change
I, ARPITA MUKHERJEE(old name) W/O SOURAV MUKHERJEE Res-ident of Flat No-1, Block-9, Airport Residency, Birati, North 24 Pgs, Pin-700051WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) ARPITA SAHA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 27/05/2023. ARPITA MUKHERJEE and ARPITA SAHA both are same and one identical person.

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডে মানুষের কাছে চলো কর্মসূচির সূচনা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ মে : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডে মানুষের কাছে চলো কর্মসূচির সূচনা করলেন মেয়র গৌতম দেব। ওই ওয়ার্ডে রবিবার পর্যন্ত চলবে এই ক র্মসূচি। শহরবাসীর সমস্যা সরঞ্জামিনে খতিয়ে দেখতে মানুষের কাছে চলো কর্মসূচি শুরু করেছেন মেয়র। তারই অঙ্গ হিসেবে শনিবার বিকেলে পুরনিগমের ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত হারিপাল বেড় থেকে ওয়ার্ড পরিদর্শন শুরু করেন মেয়র গৌতম দেব। তারপর তিনি ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে মানুষের সমস্যাগুলি শোনেন ও তা নথিভুক্ত করা হয়। রবিবার পর্যন্ত ওই ওয়ার্ডে এই কর্মসূচি চলবে বলে জানা যায়।

ওই ওয়ার্ডে রবিবার পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচি। শহরবাসীর সমস্যা সরঞ্জামিনে খতিয়ে দেখতে মানুষের কাছে চলো কর্মসূচি শুরু করেছেন মেয়র। তারই অঙ্গ হিসেবে শনিবার বিকেলে পুরনিগমের ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত হারিপাল বেড় থেকে ওয়ার্ড পরিদর্শন শুরু করেন মেয়র গৌতম দেব। তারপর তিনি ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে মানুষের সমস্যাগুলি শোনেন ও তা নথিভুক্ত করা হয়। রবিবার পর্যন্ত ওই ওয়ার্ডে এই কর্মসূচি চলবে বলে জানা যায়।

আম কুড়োতে গিয়ে বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে এসে মৃত্যু নাবালিকার

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৭ মে : পূর্ব বর্ধমানের গলসি স্টেশন পশ্চিম বাউরি পাড়া এলাকায় আম কুড়োতে গিয়ে বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে এসে মৃত্যু হল নাবালিকার। মৃতের নাম খুশি বাউরি (৯)। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার। এদিন মাঠে অচেতনভাবে পড়ে থাকা অবস্থায় এলাকার মানুষজন তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। জানা গিয়েছে, মাঠের ধারে বিদ্যুতের তার অনেকটাই নিচে ঝুলছিল। একপ্রকার মাটিতে পড়ে গিয়েছে বলাই যায়। এদিকে, ওই নাবালিকা তখন আম কুড়োতে যায়। তখনই ঘটে মর্মান্তিক ঘটনা। বিদ্যুতের তার লেগে মৃত্যুর কোলে চলে পড়ে সে। এলাকাবাসীরা জানান, মাঠের ধারে বিদ্যুতের তার অনেকটাই নিচো। তারপর ঝড়ে সেই তার একবারেই মাটিতে পড়ে গিয়েছে। নাবালিকাটি যখন আম কুড়তে যায়, তখন বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে এসে অচেতন হয়ে পড়ে। এরপর এলাকাবাসীরা পাওয়ার বন্ধ করে তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে। তাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুতের তার অনেকটা নিচে ঝুলছিল। বারবার বিদ্যুৎ দফতরকে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শারীরিক সম্পর্কের অভিযোগ, ধৃত প্রেমিক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ মে : প্রথমে প্রেম এরপর বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার শারীরিক সম্পর্ক। তারপর অন্য কাউকে বিয়ে করতে যাচ্ছিল প্রেমিক। ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির সন্তোষীনগর এলাকায়। জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ির সন্তোষীনগর এলাকার বাসিন্দা ২৭ বছরের মিঠুন সাহানীর দার্জিলিং মোড়ের বাসিন্দা ৩৭ বছরের এক মহিলার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অভিযোগ, গত দুবছর ধরে মিঠুন তাঁর প্রেমিকাকে বিয়ের কথা বলে তাঁর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করে। এর মধ্যেই মিঠুনের পরিবারের সদস্যরা তাঁর বিয়ে ঠিক করে। এই খবর পেতেই মিঠুনের বিয়ে করার জন্য চাপ দেয় প্রেমিকা। এরপর থেকেই মিঠুন তাঁর প্রেমিকার সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতে শুরু করে। গত শুক্রবার ওই মহিলা শিলিগুড়ি মহিলা থানায় তাঁর প্রেমিক মিঠুন সাহানীর নামে প্রতারণা ও ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্ত প্রেমিককে গ্রেফতার করে পুলিশ।

ব্যারাকপুর ও পলতায় সোনার দোকান বন্ধের ডাক ব্যবসায়ী সমিতির

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগণা, ২৭ মে : ব্যারাকপুরে সোনার দোকানে ডাকাতি ও গুলিতে মৃত্যুর পর আতঙ্কে স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনার প্রতিবাদে ব্যারাকপুর ও পলতায় শনিবার বন্ধ থাকে স্থানীয় সব সোনার দোকান। নিরাপত্তার দাবিতে থানায় বিক্ষোভ দেখান ব্যবসায়ীরা। এলাকায় মজিলও করেন ব্যবসায়ী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ব্যারাকপুরের সিপির অফিসে স্মারকলিপি পেশ করেন। ব্যারাকপুরে স্বর্ণ ব্যবসায়ীর ছেলেকে খুনের প্রতিবাদে শনিবার ব্যারাকপুর ও পলতায় সোনার দোকান বন্ধের ডাক দেয় ব্যবসায়ী সমিতি। এর পাশাপাশি, আনন্দপুর এলাকায় সমস্ত দোকান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন ব্যবসায়ীরা। প্রসঙ্গত, বুধবার ভরসঙ্কেয় আনন্দপুরী এলাকায় সোনার দোকানে লুণ্ঠে বাধা দেওয়ায় ডাকাতিদের গুলিতে মৃত্যু হয় স্বর্ণ ব্যবসায়ীর ছেলে নীলজিৎ সিংহরা। খুনের পর ২ দিনের ওপর কেটে গেলেও, এখনও পর্যন্ত ২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বুধবার, মাত্র এক মিনিট সাইত্রিশ সেকেন্ডের অপারেশনে এক লহমায় শেষ হয়ে যায় ২৭ বছরের একটা তরতাজা প্রাণ! ব্যারাকপুরে ভরা বাজারের মধ্যে, ভরসঙ্কেয় এই ঘটনায় সিসিটিভি ফুটেজ দেখে শিউরে উঠেছেন সবাই। স্বাভাবিকভাবেই ব্যারাকপুরে সোনার দোকানে ঢুকে, ব্যবসায়ীর ছেলেকে গুলি করে খুনের ঘটনায় প্রব্লেম মুখে পড়ে রাজ্যের অহিনশৃঙ্খলা। আর এই পরিস্থিতিতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে স্কোভ উগরে দেন এলাকারই সাংসদ, তৃণমূল নেতা অর্জুন সিংহ।

বিজেপির হাতিয়ার অনুব্রত আর মহিলা মোর্চার হাতিয়ার সুকন্যা!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মে : বিজেপির হাতিয়ার অনুব্রত। আর বিজেপির মহিলা মোর্চার হাতিয়ার অনুব্রতের মেয়ে সুকন্যা। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার জালে অনুব্রত মণ্ডল যেতেই বীরভূমে নিজদেশের সাংগঠনিক শক্তি বাড়াতে উঠে পড়ে লেগেছে বঙ্গ বিজেপি। পাশাপাশি এবার অনুব্রত মণ্ডলের মেয়ে সুকন্যা মণ্ডল গ্রেফতার হতেই অনুব্রত মণ্ডলের গড় হিসেবে পরিচিতি বীরভূম জেলায় বিজেপির মহিলা মোর্চাও নিজদেশের সংগঠনকে শক্তিশালী করতে কার্যত আদা জল খেয়ে মাঠে নেমেছে। একদিকে বঙ্গ বিজেপির পক্ষ থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি, সাংগঠনিক বৈঠক যেনন করা হচ্ছে, তেমনিই বসে নেই দলের মহিলা মোর্চাও। শনিবার যখন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের উপস্থিতিতে বীরভূমের তারাণীঠে সাংগঠনিক বৈঠকে বসে বঙ্গ বিজেপি, ঠিক সেদিনই বিজেপির মহিলা মোর্চার রাজ্য সভাপতি ফাঙ্কনী পাত্রের উপস্থিতিতে বীরভূমের তারাণীঠে পৃথকভাবে মহিলা মোর্চা নেতৃত্ব সাংগঠনিক বৈঠকে বসে। সম্প্রতি তখন চক্রবর্তীকে বিজেপির মহিলা মোর্চার রাজ্য সভাপতি থেকে সরিয়ে দিয়ে ফাঙ্কনী পাত্রকে নতুন সভাপতি হিসেবে মনোনীত করেছে রাজ্য বিজেপি। এরপর থেকেই ফাঙ্কনী পাত্রকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সাংগঠনিক বৈঠক এবং মহিলা মোর্চার বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিতে দেখা যাচ্ছে। দলের মহিলা মোর্চাকে শক্তিশালী করতে হবে, রাজ্য পন্থ শিবিরের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফ থেকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ফাঙ্কনী পাত্রের। তমুজা চক্রবর্তী দীর্ঘদিন রাজ্য মহিলা মোর্চার সভাপতি থাকলেও তাঁর ভূমিকায় কার্যত ক্ষুদ্র হয়েই ফাঙ্কনীকে মহিলা মোর্চার নতুন সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ভোটের ফলাফলের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিগত নির্বাচন গুলিতে রাজ্যের মহিলাদের একটি বড় অংশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরেই আস্থা রেখেছেন। এবার শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের সেই মহিলা ভোটিংব্লকে থাকা বসাতে বঙ্গ বিজেপির তরফ থেকে বিশেষ মহিলা ব্রিগেড তৈরি করা হয়েছে। যার নেতৃত্বে ফাঙ্কনী পাত্র। দায়িত্ব পাওয়ার পর ফাঙ্কনীর নজরেও বীরভূম। শাসক দলের একাধিক নেতা মন্ত্রী বিভিন্ন দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে বর্তমানে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়। আর অনুব্রত মণ্ডলের মেয়ে সুকন্যা মণ্ডল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার জালে যেতেই বঙ্গ পন্থ শিবিরের মহিলা মোর্চার হাতিয়ার সুকন্যার দুর্নীতির ইন্স। যে ইন্সকে সামনে রেখে শুধু বীরভূম নয়, রাজ্যজুড়ে জোড় প্রচারে চলছে বিজেপির মহিলা মোর্চা। তবে সুকন্যা মণ্ডল ইস্যুকে হাতিয়ার করে বিজেপির মহিলা মোর্চার লক্ষ্য আদৌ পূর্ণ হয় কিনা তার উত্তর দেবে সময়ই।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সমালোচনা করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী



দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ মে : পশ্চিমবঙ্গে সুশাসন নেই। সাম্প্রতিক এই রাজ্যে তিনটি বড়ো বড়ো বিশেষরূপ হয়েছে। মমতা ব্যানাজী আজকে এগারোতে গিয়েছেন। তানু বাগের বাড়িতে শ্রাদ্ধ যেতে গিয়েছেন। মৃতদের পরিবারকে চাকরি দিতে যান নি। উত্তর দিনাজপুরে পুলিশ বুকে গুলি করে খুন করেছে গোটা পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি কর্মীদের খুন করা হচ্ছে। শনিবার বিকালে মালদার মালিকচাক রুকের মথুরাপুরে একটি জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই ভাবেই শাসকদল তৃণমূল এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সমালোচনা করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। এদিনের এই জনসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। এদিন বিকালে জনসভা শেষ করে ট্রেনে করে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। এদিন

অশোক স্তম্ভ লাগানো বিএসএফের পোশাক পড়ে দিব্যি এলাকায় চষে বেড়াচ্ছিল কলকাতার এক যুবক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ মে : অশোক স্তম্ভ লাগানো বিএসএফের পোশাক পড়ে দিব্যি এলাকায় চষে বেড়াচ্ছিল কলকাতার এক যুবক। এলাকার বাসিন্দারা জানতেন ওই যুবক বিএসএফের কোনো বড় অফিসার। কিন্তু এলাকার মানুষের ভুল ভাঙলো তখনই, যখন বিএসএফ কাতার পরিচয় দেওয়ার অভিযোগে ওই যুবককে গ্রেফতার করে বিএসএফের অফিসারেরা। পরে ধৃতকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিএসএফ কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার নারায়ণপুর বিমুলি এলাকায়। ওই এলাকাতেই জীত যুবক একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকত আর নারায়ণপুরে রয়েছে বিএসএফের ক্যাম্প। এদিন সন্ধ্যায় বিএসএফের ৪৪ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের অফিসারেরা ওই যুবককে আটক করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই ভুয়ো বিএসএফ কমান্ডের আসল রহস্য বেরিয়ে পড়ে। জিজ্ঞাসাবাদ করার পরেই ওই ভুয়ো বিএসএফকে তুলে দেওয়া হয় পুরাতন মালদা থানার পুলিশের হাতে। সূত্রে জানা গেছে, ধূসরে মাস দ্বিঘস স্বর্ণকার (২৫)। তার আসল বাড়ি উত্তর ২৪



পরগনার দেগঙ্গা থানা এলাকায়। ওই যুবক প্রায় আট মাস ধরে পুরাতন মালদার নারায়ণপুরের বিমুলি এলাকায় তার ভ্রাতীকে নিয়ে বাড়ি ভাড়া করে থাকতে। নারায়নপুরে মিশন রোডে একটি ফ্যাক্টরিতে সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করতো। কিন্তু সেখানেও নিয়োগে পরিচয় দেয় প্রাক্তন সেনা জওয়ান বলে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে কি করে তার কোন নথিপত্র না দেখে গত বড় কোম্পানিতে সিকিউরিটি গার্ড এবং কাজে নিযুক্ত করা হলো। পুলিশ জানিয়েছে, বিক্রম সিং নামে এক বিএসএফ অধিকারিক ওই যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের

বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, পরিযায়ী শ্রমিক এখন ৪৫ লক্ষ। বামফ্রন্টের সময় এই সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ।

বেশীর ভাগ এই পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে সংখ্যালঘুরা আসছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাতে পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্র ৫০ লক্ষ বাড়ি দিয়েছে। তৃণমূলের নেতারা বাড়ি নিয়ে নিয়েছে। ১০০ দিনের কাজে সব থেকে বেশী দুর্নীতি হয়েছে এই মালদা জেলাতে। এই চোরদের তাড়াতে হবে। কেন এই চোরদের ভোট দেবেন। যারা কাটা তারের বেড়া টপকে ঢুকেছে তাঁদেরকে কাটাতারের ওপাশের যেতে হবে। বিদেশের মাটিতে প্রধানমন্ত্রীকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে। কৃষক পরিবারের টাকা আটকে দিয়েছে এই রাজ্য সরকার। মাধ্যমিকে ছাত্র- ছাত্রীর সংখ্যা কমছে আর মদের দোকানের সংখ্যা বাড়ছে। ডিম্বার লটারি কাটতে কাটতে এই রাজ্যের মানুষকে ভিখারি করে দিয়েছে। অভিষেককে মহম্মদ বিনতুঘলকের সঙ্গে তুলনা করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, জনজোয়ারের নামে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। মুসলিমদের মধ্যে এনআরসির ভয় দেখাচ্ছে। কুরমিরের মধ্যে লড়াই লাগছে মমতা ব্যানাজী। রামনবমীর দিন গোলমাল হয়েছে মমতা ব্যানাজীর জন্যে। এই রাজ্যে কোনো চাকরি নেই। পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে হবে। ডবল ইঞ্জিনের সরকার এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সিপিএমের ফাঁদে পা দেবেন না। সিপিএমের আমলে ওরা চাকরি বিক্রি করে ছিল। মমতা ব্যানাজীকে আমি প্রাক্তন করব।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, পরিযায়ী শ্রমিক এখন ৪৫ লক্ষ। বামফ্রন্টের সময় এই সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ।

গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ শ্বশুরবাড়ির লোকের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৭ মে : হাওড়ার সাঁকরাইলের রঘুদেববাটি এলাকায় গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। জানা গেছে, মৃতের নাম সুমিতা নস্কর (৩০)। রঘুদেববাটির বাসিন্দা গোবিন্দ নস্করের সঙ্গে নলপুর বেটিয়ালির বাসিন্দা সুমিতা বাবারের আট বছর আগে বিয়ে হয়েছিল। গোবিন্দ একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করেন। ছ’বছরের এক কন্যা সন্তানও রয়েছে তাদের। তবে বিয়ের এত বছর হয়ে যাওয়ার পরও সংসারে অশান্তি কমেনি। দীর্ঘদিন ধরে যুবতীকে পণের জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। এরপর অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর সামনে এল তাঁরা। যদিও, পরিবারের দাবি তাঁকে পুড়িয়ে মেরে ফেলেছেন শ্বশুরবাড়ির লোকজন। সুমিতার বাপের বাড়ি লোকদের অভিযোগ, বিয়ের মাস তিনেক পর থেকে শ্বশুরবাড়ির লোকজন বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য তাঁকে মারধর করতে থাকে। মাঝে মধ্যে মেরে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। পরে বাপের বাড়ির লোকজনের মধ্যস্থতায় সুমিতা আবার শ্বশুরবাড়িতে ফিরে আসবেন। কিন্তু শনিবার সকালে সুমিতার বাপের বাড়ির লোকদের কাছে খবর যায় তাঁদের মেয়ে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। পরিবারের লোকজন সকালে এসে দেখেন বাধরুমে পোড়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে সুমিতা। তখনই তাঁদের সন্দেহ হয় যে সুমিতাকে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আর এই বিষয়টিকেই আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা। চালিয়েছেন সুমিতার শ্বশুরবাড়ির লোকজন এমনই অভিযোগ। এই ঘটনায় সাঁকরাইল থানার অন্তর্গত মানিকপুর তদন্ত কেন্দ্রে মৃতের বাড়ির লোকজন স্বামী সহ চারজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ গৃহবধূ খুনের মামলা তদন্তকারী পুলিশ অফিসারেরা। হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী জানান, হাও়ার সোনার দোকানে দৈনিক সিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাতে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটকে সবারকম সহায়তা করা হচ্ছে।

মহিষ পাচার রুখল পুলিশ, উদ্ধার ২৮টি মহিষ-গ্রেফতার ২

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ মে : শনিবার সকালে গোপন সূত্রেের খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া রুকের মুরালিগঞ্জ চেকপোস্টে অভিযান চালায় বিধাননগর থানার পুলিশ। এরপর সেখানে একটি ট্রাক আটক করে পুলিশ। এবং তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার মহিষ। এই ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম আনসার রেজা (২০) ও অক্ষয় লাল যাদব (৩১)। আনসার উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালাখোলার এবং অক্ষয় গোপালগঞ্জ বিহারের বাসিন্দা। বিধাননগর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ওই ট্রাক থেকে মোট ২৮টি মহিষ উদ্ধার হয়েছে। এবং উদ্ধার হওয়া মহিষ বিহার থেকে আসামে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আনা ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তবে এই ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ শ্বশুরবাড়ির লোকের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৭ মে : হাওড়ার সাঁকরাইলের রঘুদেববাটি এলাকায় গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। জানা গেছে, মৃতের নাম সুমিতা নস্কর (৩০)। রঘুদেববাটির বাসিন্দা গোবিন্দ নস্করের সঙ্গে নলপুর বেটিয়ালির বাসিন্দা সুমিতা বাবারের আট বছর আগে বিয়ে হয়েছিল। গোবিন্দ একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করেন। ছ’বছরের এক কন্যা সন্তানও রয়েছে তাদের। তবে বিয়ের এত বছর হয়ে যাওয়ার পরও সংসারে অশান্তি কমেনি। দীর্ঘদিন ধরে যুবতীকে পণের জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। এরপর অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর সামনে এল তাঁরা। যদিও, পরিবারের দাবি তাঁকে পুড়িয়ে মেরে ফেলেছেন শ্বশুরবাড়ির লোকজন। সুমিতার বাপের বাড়ি লোকদের অভিযোগ, বিয়ের মাস তিনেক পর থেকে শ্বশুরবাড়ির লোকজন বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য তাঁকে মারধর করতে থাকে। মাঝে মধ্যে মেরে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। পরে বাপের বাড়ির লোকজনের মধ্যস্থতায় সুমিতা আবার শ্বশুরবাড়িতে ফিরে আসবেন। কিন্তু শনিবার সকালে সুমিতার বাপের বাড়ির লোকদের কাছে খবর যায় তাঁদের মেয়ে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। পরিবারের লোকজন সকালে এসে দেখেন বাধরুমে পোড়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে সুমিতা। তখনই তাঁদের সন্দেহ হয় যে সুমিতাকে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আর এই বিষয়টিকেই আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা। চালিয়েছেন সুমিতার শ্বশুরবাড়ির লোকজন এমনই অভিযোগ। এই ঘটনায় সাঁকরাইল থানার অন্তর্গত মানিকপুর তদন্ত কেন্দ্রে মৃতের বাড়ির লোকজন স্বামী সহ চারজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ গৃহবধূ খুনের মামলা তদন্তকারী পুলিশ অফিসারেরা। হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী জানান, হাও়ার সোনার দোকানে দৈনিক সিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাতে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটকে সবারকম সহায়তা করা হচ্ছে।

দুটি সৈকতকে বায়োডাইভারসিটি হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা দিল রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৭ মে : অনন্য জীববৈচিত্র্যের জন্য পূর্ব মেদিনীপুরের দুটি সৈকতকে বায়োডাইভারসিটি হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা দিল রাজ্য সরকার। প্রাণিসম্পদের বৈচিত্র এবং অভিনবত্বের জন্য পূর্ব মেদিনীপুরের বাগুরান জলপাই থেকে বিরহামপুর পর্যন্ত সাড়ে সাত কিলোমিটার দীর্ঘ সৈকত এলাকাকে হেরিটেজের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি মহিষাদল রুকের হলদি নদীর মধ্যে অবস্থিত প্রায় সাড়ে ছয় হেক্টর এলাকা বিশিষ্ট হলদি চরকে ওই মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের মোট বায়োডাইভারসিটি হেরিটেজ সাইটের সংখ্যা হল ১০। রাজ্য প্রাণী বৈচিত্র্য পর্ষদের সভাপতি ড. হিমাদ্রিশেশ্বর দেবনাথ এ কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এই উভয় স্থানে নানা রকম বিরল প্রাণী বৈচিত্রে সমৃদ্ধ। বাগুরান জলপাই থেকে বিরহামপুর সমুদ্র সৈকত লাল কাঁকড়া এবং স্যান্ড বাবলার কাঁকড়ার বসতি যারা উপকূল এলাকায় জনবসতি ক্রমশ বেড়ে চলায় ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া সমুদ্রতটের লাগোয়া ঝোপ জঙ্গলে সোনালী শেয়াল, বন বিড়াল এবং সোনালী গিরগিটির বসতি রয়েছে। অন্যদিকে হলদি চরে স্বর্ণগোধিকা নামে এক প্রজাতির গিরগিটি পাওয়া যায় যারা বিলুপ্তপ্রায়। তিনি জানান বিলুপ্তপ্রায় ওইসব প্রাণীকে রক্ষা করতে এই জায়গাগুলিকে ইতিমধ্যেই সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং স্থানীয় প্রশাসন সেখানে চড়ুইভাতি আয়োজন বন্ধ করে দিয়েছে।

কেন্দ্রকে চিঠি লিখলেন শুভেন্দু?

তোলপাড় রাজনীতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মেঃ আবার কেন্দ্রকে চিঠি দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় নির্মিত বাড়ির নাম পরিবর্তন করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অনৈতিকভাবে বাংলার বাড়ি লেখার অভিযোগে এবার সরব হলেন শুভেন্দু অধিকারী। কেন্দ্রের হাউসিং এবং আরবান অ্যাক্শ্যেস দফতরের মন্ত্রী হরদিপ সিং পুরিকে এই মর্মে তিন পাতার চিঠি লিখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আর্জি জানানেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অন্তর্গত উপভোক্তাদের জন্য রাজ্যে যে সমস্ত বাড়ি নির্মাণ হচ্ছে সেখানে কেন বাংলার বাড়ি লেখা হবে? সেই প্রশ্ন তুলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম বদলে বাংলার বাড়ি লেখা হলে পরবর্তী ইনস্টলমেন্টের টাকাও যাতে রাজ্য সরকারকে না মের্টোনা হয় সেই আবেদনও করেছেন শুভেন্দু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে লেখা তিন পাতার চিঠিতে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করে শুভেন্দু অধিকারী রাজনৈতিক স্বার্থে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম বদল করার অভিযোগও তুলেছেন। কখনও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার নাম বদল করে বাংলা আবাস যোজনা, আবার কখনও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সহ আবাস গ্লাস বলে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে প্রচারের অভিযোগ সামনে এনে কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট দফতর এবং তার মন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। এবার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নিয়ে নতুন অভিযোগ ছবি সহ সামনে এনে

Notice Any person who finds the said Original Deed, should intimate to the undersigned & if any person Bank/ Financial Institution having any right or claim in respect of the said property by way of inheritance, sale, mortgage etc. or having above original document is hereby called upon to intimate to the undersigned within 15days from the date of publication of this notice of his such claim of any with all supporting documents failing which it will be confirmed that any client has a clear and marketable title for the property mentioned in the last original Registered title deed. Dated: 30.05.2022 Name: Adv. Sanjanta Das Chakrabarty Contact Number: 9836994665	Notice Any person who finds the said Original Deed, should intimate to the undersigned & if any person Bank/ Financial Institution having any right or claim in respect of the said property by way of inheritance, sale, mortgage etc. or having above original document is hereby called upon to intimate to the undersigned within 15days from the date of publication of this notice of his such claim of any with all supporting documents failing which it will be confirmed that any client has a clear and marketable title for the property mentioned in the last original Registered title deed. Dated: 30.05.2022 Name: Adv. Sanjanta Das Chakrabarty Contact Number: 9836994665
Office of the Chekya Gram Panchayat Viii+PO- Chekya, PS-Kotshila, Dist-Purulia NIT No. 01(2023-24) Sealed Tender is invited for the 13(Thirteen) Nos. different works. By the Pradhan, Chekya Gram Panchayat. Tender paper will be issued to certified application on 26/05/2023 and 29/05/2023 up to 4.00 pm. Tender will have to submitted on the office on 07/06/2023 up to 12.00 pm and will be opened on same date at 1.00 pm. For details please visit office of the undersigned. Sd/- Pradhan Chekya Gram Panchayat	Office of the Chekya Gram Panchayat Viii+PO- Chekya, PS-Kotshila, Dist-Purulia NIT No. 01(2023-24) Sealed Tender is invited for the 13(Thirteen) Nos. different works. By the Pradhan, Chekya Gram Panchayat. Tender paper will be issued to certified application on 26/05/2023 and 29/05/2023 up to 4.00 pm. Tender will have to submitted on the office on 07/06/2023 up to 12.00 pm and will be opened on same date at 1.00 pm. For details please visit office of the undersigned. Sd/- Pradhan Chekya Gram Panchayat

Dubrajpur Gram Panchak
PO - BONDUBRAJPUR, DIST. - BANKURA.
E-mail – dubrajpurgp@gmail.com
e-NIT – 003/DGP/2023-24, Date-25/05/2023
e-NIT – 006/DGP/2023-24, Date-25/05/2023
e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied, reliable, resourceful and experienced Contractors for total 4(Four)Nos. different works. Last date of submission of Technical Bid(online) 01.06.2023 up to 6.00 PM. Date of opening of Technical Bid at office of the Dubrajpur Gram Panchayat on 03.06.2023 at 06.00 PM. For details please visit website https://wbidders.gov.in
Sd/- Pradhan
Dubrajpur Gram Panchayat

খাটোটো ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ফাইন্যান্স কোং. লিমিটেড
রেজি. অফিসঃ – ১, রমেশ মিত্র রোড, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০২৫
ফোন নং. ০৩৬ ৪৪৫০ ৫০০০
ই– মেসঃ khatodinv@gmail.com, Website : www.khatodinv.com
CIN : L65993WB1990PLC084695

ক্রম	বিবরণ	ত্রৈমাসিক শেষ ৩১/০৩/২০২৩	ত্রৈমাসিক শেষ ৩১/০৩/২০২২	বছর শেষে ২০২২-২৩	বছর শেষে ২০২১-২২
১	কারবার থেকে মোট আয়	৮২১.৯৩	০.১৯	৮২২.২৩	৮৮.৬
২	মোট লাভ / (ক্ষতি) (কেন্দ্র, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসমাপ্ত আইটেমের পরে)	-৮৮.৬৬	-৮.৬৯	-২৭.৪৬	-১২.১৪
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি)করের পরে, (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসমাপ্ত আইটেমের পরে)	-৮৮.৬৬	-৮.৬৯	-২৭.৪৬	-১২.১৪
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি)করের পরে, (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসমাপ্ত আইটেমের পরে)	-৮৮.৬৬	-৮.৬৯	-২৭.৪৬	-১২.১৪
৫	এই সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় / (ক্ষতি) অন্যান্য সম্ভিত আয় (করের পরে)	-২০৪.৬৪	১০৬৪.৪০	-৪৪৫.১০	১০৭১.০৫
৬	ইকুইটি শেয়ার মূল্য	৪০০০.২২	৪০০০.২২	৪০০০.২২	৪০০০.২২
৭	লিয়ার্ডস(রেজালট্রেশন লিয়ার্ডস পূর্ব বছরের দিলিখে)	৬৪৪৪.৪৯	৬৬৩০.৪০	৬৪৪৪.৪৯	৬৬৩০.৪০
৮	শেয়ার প্রতি আয় (অতিরিক্ত আইটেমের পরে) (১০টাকা প্রতি)	-০.২৮	-০.১২	-০.৯৬	-০.৪৬
মূল মুদ্রা		-০.২৮	-০.১২	-০.৯৬	-০.৪৬
নোট ১ ক)	উপরেবর্ণিত SEBI (লিসিং স্যান্ড বাক্স ডিসকালার রিসকালারসেস) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা অনিরাঙ্কিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ। এই ফলাফলটি ২৭ মে ২০২৩ তারিখে সংঘটিত সভায় স্বীকৃত এবং পড়তি কমিটি দ্বারা অনুমোদিত। এই ফলাফলের পুনরায় পূর্ণ স্টিক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.khatodinv.com তে পাওয়া যাবে।				
স্থানঃ কলকাতা	বার্ডের আদেশনাম্বরে,				
তারিখঃ ২৮.০৫.২০২৩	শ্রী/- মনিশা পিঞ্জা				
	হোল টাইম ডিসক্লি়ার				
	ডিন: 07143031				

রিঙ্কু আলিগড় পৌঁছতেই পা ছুয়ে প্রণাম জুনিয়র ক্রিকেটারদের!

আলিগড়, ২৭ মেঃ আইপিএল অতীত। উত্তরপ্রদেশে নিজের বাড়ি আলিগড় পৌঁছে গিয়েছেন রিঙ্কু সিং। তিনি পৌঁছতেই এলাকার মানুষ নিজেদের ছেলেকে বরণ করে নেয়। রিঙ্কু সকালে নিজের ছোটবেলার ক্রিকেট একাডেমিতে যেতেই তাকে ঘিরে ধরেন জুনিয়র ক্রিকেটাররা। প্রত্যেকে একবার করে তার পায়ের নমস্কার করেন এবং জড়িয়ে ধরতে চান। রিঙ্কু কিছুটা লজ্জায় পড়ে যান, অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। এরকমটা যে ঘটবে তিনি হয়তো আদর্শজ করতে পারেননি। কিন্তু এবারের আইপিএল বদলে দিয়েছে রিঙ্কুর চার পাশটা। সাধারণ পাঁচজন ক্রিকেটার থেকে হঠাৎ করেই পেয়ে গিয়েছেন তারকা তকমা। গরিব ঘরের ছেলে অংশ্য তাতে ভেসে যেতে নারাজ। সোশ্যাল মিডিয়ায় যে ভিডিওটি পোস্ট হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে রিঙ্কু জুনিয়র ক্রিকেটারদের বারণ করছেন তার পায়ের হাত দিয়ে নমস্কার করতে। এটা দেখে প্রচুর মানুষ রিঙ্কুকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। সাফল্য পেলেও এই ছেলের মাথা ঘুরে যায়নি এটা তার প্রমাণ। রিঙ্কু কেকেআর জার্সিতে এবারের আইপিএলে কলকাতার সর্বোচ্চ স্কোরার। ৪৭৪ রান করেছেন। চারটে হাফ সেঞ্চুরি আছে। একজন ফিনিশার হয়ে উঠেছেন। ভারত বনাম আফগানিস্তান আসন্ন ক্রিকেট সিরিজে তাকে দলে নেওয়া হবে এমন ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। রিঙ্কু জানেন আজ যারা তার প্রশংসা করছেন, দুদিন পর পারফর্ম করতে না পারলে তারাই গালাগাল



করবেন। এটাই একজন খেলোয়াড়ের জীবনের বড় চ্যালেঞ্জ। অতীত পারফরমেন্স খুব একটা গুরুত্ব রাখে না। মাঠে নামলে প্রতিদিন নিজেকে নতুন করে প্রাণাণ করতে হয়। বাস্তবটা শিখে গিয়েছেন রিঙ্কু। অনেক লড়াই করে বড় হয়েছেন বলে জানেন কিভাবে নিজেকে ধরে রাখতে হবে। তাই এই সুখের দিনে ভেসে যেতে নারাজ। নিজের একাডেমিতে ঘণ্টা দেড়েক অনুশীলন করার পর জুনিয়র ক্রিকেটারদের সঙ্গে হ্যাডশে ক করেন এবং ছবি তোলেন। তাদের মোটিভেট করেন পেশাদার ক্রিকেটার হওয়ার জন্য। বিলিউড বাদশা শাহরুখ খান থেকে শুরু করে বিরাট কোহলি, সচিন তেড্ডুলকর, রবি শাস্ত্রী বড় বড় তারকারা এবার প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন রিঙ্কুকে। তিনি সব স্তনেছেন, আনন্দ পেয়েছেন এবং গর্বিত বোধ করেছেন। কিন্তু সামনে অনেক বেশি দায়িত্ব এবং কঠিন লড়াই বিলম্বণ জানেন রিঙ্কু। তাই ভারতীয় দলে ডাক পাওয়ার আগে সময় নষ্ট না করে নিজেকে অনুশীলনে ডুবিয়ে রাখতে চান উত্তর প্রদেশের ক্রিকেটার।

গিলকে হার্দিক প্রশংসা শুভমনকে ব্যাট করতে দেখে ভয় লাগছিল

আমেদাবাদ, ২৭ মেঃ শুভমন গিলকে থামানোই যাচ্ছে না। আইপিএলের মঞ্চ কাপিয়ে দিচ্ছেন পঞ্জাব দা পুত্র। এ বারের আইপিএলের অন্যতম সফল ক্রিকেটার গুজরাট টাইটান্সের তারকা ওপেনার গিল। ২২ গজে ২৬ বছরের গিলের শাসন দেখে মুগ্ধ ক্রিকেট বিশ্ব। শুক্রবার ঘরের

নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছিল। আইপিএল ক্রিস গেলি দেখেছে, এবি ডি ভিলিয়াস দেখেছে, বিরাট কোহলি, মহেন্দ্র সিং ধোনি, যুবরাজ সিংদের মতো মারকুটে ব্যাটার দেখেছে। সেই জমালগ্ন থেকে খুনখারাপি ব্যাটিং প্রোমোট করে এসেছে আইপিএল। ১৬ বছরে পা দিয়ে এই আইপিএলই যেন শুভমন গিলের

মনে হয়েছিল দ্রাবিড, লক্ষ্মণদের মতো দায়িত্ববান হবেন। উল্টোদিকে বোলার যে-ই হোন না কেন, তাঁর উইকেট অর্জন করতে হবে। অর্থাৎ আউট হবেন না শুভমন। কিন্তু এই শুভমনকে এ বারের আইপিএলের আগে বোধহয় কেউই চিনতেন না। দেশের হয়ে গত এক বছরে সব কর্ম্যাটে সেঞ্চুরি করেছেন গিল। এই



মাঠে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে নেমেছিল গুজরাট টাইটান্স। নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ৬০ বলে ১২৯ রানের অনবদ্য ইনিংস উপহার দিয়েছেন গিল। এমন বিশ্লেষক, বোলার-নিধন যন্তু সচরাচর চোখে পড়ে না। গিলের ব্যাট থেকে এসেছে ৭টি চার ও ১০টি ছয়। স্টুইকরেট ২১৫। শুভমনের ব্যাটিং দেখে মুগ্ধ ক্যাপ্টেন হার্দিক ম্যাচের শেষে তাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। একইসঙ্গে হার্দিক জানাতে ভোলেননি তিনি গিলের ব্যাটিং দেখে একসময় ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। বাউন্সার হোক গুড লেগ, ওয়াইড ইয়র্কার হোক আর স্লোয়ার সব বলই যেন গ্যালারির

কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছে না। যেমন পাচ্ছেন না হার্দিক পাণ্ডিয়া। গুজরাটের ক্যাপ্টেন বলছেন, “যে পরিমাণ ব্যাটিং ও করে, যে আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে নামে, মনে হয় ওকে গিয়ে থামাই। সতি ওর ব্যাটিং দেখতে দেখতে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। পুরস্কার বিতরণী মঞ্চও আমি বলেছি ওর ব্যাটিং কতটা উপভোগ করেছি। শুভমন এখন নিজেকে অনেক পাল্টেছে। মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের জন্যই এমন বিশ্লেষণের ফর্মে ছেলেটা।” কী এমন ঘটল যে আমূল পাল্টে গেলেন শুভমন গিল? যে ধারায় ব্যাটিং করতেন তাতে ভরসা ছিল, আগ্রাসন নজরে পড়েনি। যে ঘরানার ক্রিকেটার ছিলেন তাতে

আইপিএলের ফাইনালে মাহির মাইলস্টোন, এই রেকর্ডে ধোনির ধারেকাছে কেউ নেই

আমেদাবাদ, ২৭ মেঃ ১৬তম আইপিএলের ফাইনালের দিন ঘনিয়ে এসেছে। অপেক্ষার আর ১ দিন। ২৮ মে, আগামী কাল রবিবার আমেদাবাদে হবে এ বারের আইপিএলের ফাইনাল। নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ফাইনাল খেলতে নামলেই বিরাট মাইলস্টোন গড়বেন সিএসকে অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। মাহির এই বিশেষ রেকর্ডের ধারেকাছে কোনও ক্রিকেটার নেই। এ বারের আইপিএলের প্রথম ফাইনালিস্ট ধোনির মোহাই সুপার কিংস। হার্দিক পাণ্ডিয়ার গুজরাট টাইটান্সকে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট পেয়েছিলেন ধোনিরা। হার্দিকের গুজরাটের বিরুদ্ধে এ বারের আইপিএলের ফাইনালে খেলবে ধোনির দল। এ বার পঞ্চম রান্না আর একটি ম্যাচে খেলতে হবে সিএসকে এবং ধোনির।



সিএসকের অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। এখনও অবধি তিনি মোট ১০ বার ফাইনালে খেলেছেন। মোহাই সুপার কিংস (৯ বার) ও রেকর্ডের কাছাকাছি আর কোনও ক্রিকেটার নেই।

আইপিএল কেরিয়ারে সুরেশ রায়না চেমাই সুপার কিংসের হয়ে মোট ৮ বার ফাইনালে খেলেছেন। রবিশচন্দ্রন অশ্বিন- ধোনি ও সুরেশের পর সবচেয়ে বেশি আইপিএল ফাইনালে খেলার তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন রবিশচন্দ্রন অশ্বিন। তিনি চেমাই, দিল্লি ও রাজস্থানের হয়ে মোট ৭ বার আইপিএলের ফাইনালে খেলেছেন।

ভোয়েন ব্র্যাভো- আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ফাইনালে খেলা ক্রিকেটারদের তালিকায় ৪ নম্বরে রয়েছেন ভোয়েন ব্র্যাভো। তিনি মোহাই সুপার কিংসের হয়ে ৭ বার আইপিএল ফাইনালে খেলেছেন। রবীন্দ্র জাডেজা- সবচেয়ে বেশি আইপিএল ফাইনালে খেলার তালিকায় ৫ নম্বরে রয়েছেন রবীন্দ্র জাডেজা। এখনও অবধি তিনি চেমাই ও রাজস্থানের হয়ে ৭ বার আইপিএল ফাইনালে খেলেছেন। এ বার তিনি কেরিয়ারের অষ্টম আইপিএল ফাইনালে খেলবেন।

গুজরাট কোচ নেহরাকে প্রকাশ্যেই অপমান!

আমেদাবাদ, ২৭ মেঃ দলের বয়স মাত্র দুই। টানা দ্বিতীয় বার আইপিএলের ফাইনালে গুজরাট টাইটান্স। কম বয়সে সাফল্য বেশি। হার্দিক পাণ্ডিয়ার নেতৃত্ব, শুভমন গিলের দুরন্ত ফর্ম, মহম্মদ সামি, রশিদ খান, মোহিত শর্মাদের আগুনে বোলিং এবং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট কোচ আশিস নেহরা। গুজরাটের সাফল্যের রসায়ন তাদের দলগত পারফরম্যান্স। ব্যাটে-বলে অনবদ্য একটি টিম তাদের দ্বিতীয়



আইপিএল জয়ের দোরগোড়ায়। এমনিতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও চেমাই সুপার কিংস আইপিএলের সবচেয়ে সফল দুটি দল। সেই তালিকার দিকে গুটি গুটি পায়ে এগোচ্ছে গুজরাট টাইটান্স। দুই বছরে একটি ফ্র্যাঞ্চাইজিকে যে সাফল্য এনে দিয়েছেন হার্দিক পাণ্ডিয়া-আশিস নেহরা জুটি, তা তাবড় তাবড় কোচ, গালভরা ক্যাপ্টেনরাও পারেননি। তা সত্ত্বেও কটাক্ষ শুনতে হল টাইটান্স কোচ আশিস নেহরাকে। শুক্রবার রাতে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ম্যাচের পর তিনি সুনলেন, কপালে জোরে আইপিএল ফাইনালে উঠেছে গুজরাট! শুক্রবার দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ম্যাচে জিও সিনেমার হয়ে ধারাভাষ্য দিচ্ছিলেন সুরেশ রায়না, পার্শ্ব পাটেল। ম্যাচের পর তাঁরা আশিস নেহরাকে “কেডেছা জানাতে যান। তিনজন একসময়ের সতীর্থ ও বন্ধু অভিনন্দন জানানোর পর মজার ছলে রায়না বলে ওঠেন, “তোমার ভাগ্যটা ভালো। কপাল জোরে ফাইনালে উঠে গেলে।” এমন কটাক্ষের জবাব দিতে ছাডেননি নেহরা। তিনি বলেন, “ভাগ্য কি বার বার সঙ্গ দেয়? কপাল জোরে একবার জেতা যায়, বার বার তো নয়। আমরা গতবারও খেতাব জিতেছিলাম।”

মেসির মতোই বাঁ পা, তাই হলান্ডের চাই রোনাল্ডোর ডান পা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

লিওনেল মেসি নাকি ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো-গত প্রায় দেড় দশকের বেশি সময় ধরে এই বিতর্কে বিভক্ত গোটা ফুটবল-দুনিয়া। শ্রেষ্ঠত্বের ইন্দুর-বিড়াল লড়াইয়ে কখনো মেসির পক্ষে ভোট বেড়েছে তো কখন দাপট দেখিয়েছেন রোনাল্ডো। শুধু সমর্থকদের মধ্যেই নয়, বর্তমান-প্রাক্তন খেলোয়াড়েরাও এই ইস্যুতে দুই ভাগে বিভক্ত। সম্ভ্রতি এক সাক্ষাৎকারে মেসি ও রোনাল্ডোর মধ্যে একজনকে বেছে নিতে বলা হয়েছিল আলিং হলান্ডকে। ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে রেকর্ড গড়া মরসুম পার করা হলান্ড নিজের পছন্দের খেলোয়াড় হিসেবে মেসিকে বাদ দিয়ে বেছে নিয়েছেন রোনাল্ডোকে। নিজের এই কৌশলী পছন্দের পক্ষে অবশ্য বিশেষ যুক্তিও আছে হলান্ডের। চলতি মরসুমে প্রিমিয়ার লিগে গোলের রেকর্ড ভেঙেছেন হলান্ড। এখন পর্যন্ত লিগে তাঁর গোলসংখ্যা ৩৬। এই ৩৬ গোলের ২৬টিই হলান্ড করেছেন তাঁর বাঁ পায়ে। ডান পায়ে করেছেন

মাত্র ৬ গোল। গোলের এই পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে, ডান পায়ে চেষ্টে বাঁ পায়ে হলান্ড অনেক বেশি কার্যকর। আর নিজের এই শক্তির জায়গাকে বিবেচনায় রেখেই মূলত মেসি ও রোনাল্ডোর মধ্যে



থেকে একজনকে বেছে নিয়েছেন হলান্ড। পছন্দের খেলোয়াড় বাছাই করতে গিয়ে ফাইভ ইউটিউব চ্যানেলকে নরওয়েজি এই স্টুডিকার বলেছেন, “বেছে নেওয়া কঠিন। তবে আমার যেহেতু বাঁ পা বেশ ভালো। আমি রোনাল্ডোর ডান পা-কে বেছে নেব।” বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন মহাতারকা মেসি মূলত

বাঁ পায়ের খেলোয়াড়। বাঁ পায়ের জাদুতে ফুটবলে সাফল্যের চূড়া স্পর্শ করেছেন মেসি। মেসির বাঁ পা নিয়ে লেখা হয়েছে অসামান্য সব কাঁর্তীগাথাও। মেসির মতো হলান্ডও বাঁ পায়ের খেলোয়াড়। বাঁ পায়ে

‘ঠেকা দেওয়া’ কোচ দিয়ে কাজ চালাচ্ছে ব্রাজিল

রিও ডি জেনেইরো, ২৭ মেঃ ঘোষণাটা ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতেই দিয়েছিলেন তিতো। জানিয়েছিলেন, কাতার বিশ্বকাপ শেষে ব্রাজিল কোচের পদ ছাড়বেন। নতুন কোচ বেছে নেওয়ার জন্য সময়টা তখন থেকেই পেয়েছে ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ)। এর মধ্যে নেইমাররা কাতার বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বাদ পড়ার পর তিতে চাকরিও ছাড়লেন। সব মিলিয়ে তিতের সেই ঘোষণার পর পেরিয়ে গেছে ৪৫৫ দিন। এখনো নতুন কোচের সন্ধান পায়নি ব্রাজিল। পূর্ণ মেয়াদের কোচ ছাড়াই ঠেকা কাজ চালাতে হচ্ছে। একেকটি বিশ্বকাপ শেষে পরের বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় নিজেদের ঘর গোছায় দলগুলো। আর্জেন্টিনা যেমন কাতারে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ২০২৬ বিশ্বকাপ সামনে রেখে কাজ শুরু করেছে। কোচ লিওনেল স্কালোনিকে আগামী বিশ্বকাপ পর্যন্ত বহাল রেখে নতুন প্রজন্ম তৈরির কাজে নেমেছে আর্জেন্টিনা। কাতারে রানার্সআপ হওয়া ফ্রান্সও তাই কোচ দিদিয়ের দেশের আগামী মরসুম পর্যন্ত ধরে রাখা নিশ্চিত করেছে। কিন্তু পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল সে পথে এগোনো দূরের কথা, নতুন কোচই এখন পর্যন্ত ঠিক করতে পারেনি। ফিফার সদস্যভুক্ত ২১১টি দেশের মধ্যে ২০২৬ বিশ্বকাপ সামনে রেখে যে ৭টি

দল এখনো নতুন কোচ খুঁজে বের করতে পারেনি, ব্রাজিল তাদের একটি। ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম প্লোবো জানিয়েছে, নেইমারদের অন্তর্ভুক্তিকালীন কোচ হিসেবে শুক্রবার আবারও রায়মন মেনেজসের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। অন্য যে ছয়টি দেশ এখনো পূর্ণ মেয়াদের কোচ নিয়োগ দিতে পারেনি, সেসব দেশের পাশে ব্রাজিলের নামটা একটি বোমানান লাগতে পারে-নিউজিল্যান্ড, ফিজি, জিবুতি, যুক্তরাষ্ট্র, সেন্ট ভিনসেন্ট, গ্রানাডা ও সৌদি আরব। গত মার্চে হার্টে রেনার্ড সৌদি আরবের দায়িত্ব ছেড়ে ফ্রান্স নারী জাতীয় দলের কোচের দায়িত্ব নেন। আগামী

মাসেই বিশ্বকাপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ফ্রান্স নারী দল। অন্যদিকে তিতে কাতার বিশ্বকাপ শেষ করে ব্রাজিলের দায়িত্ব ছাড়ার আগাম ঘোষণা দেন গত বছরের ২৫ ফেব্রুয়ারি। এক বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও তিতের

বলেছেন, রিয়ালের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ মেয়াদ তিনি পূর্ণ করতে চান। বর্তমানে স্প্যানিশ ক্লাবটির সঙ্গে ২০২৪ পর্যন্ত চুক্তি আছে তাঁর। প্লোবো জানিয়েছে, কাতার বিশ্বকাপের পর ৫০টি দেশ কোচ পাল্টেছে, ১৭ জন কোচের চাকরি টিকে গেছে, মানে বিশ্বকাপের পর ছাটাই হননি। দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে নতুন কোচ এসেছেন আটজন। রায়মন মেনেজস ছিলেন ব্রাজিল অনূর্ধ্ব-২০ দলের কোচ, সেখান থেকে তাঁকে জাতীয় দলের অন্তর্ভুক্তিকালীন কোচের দায়িত্ব দেওয়া হলো ও এখন তিনি আছেন আর্জেন্টিনায়। সেখানে অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপে ব্রাজিল দলের দায়িত্বে আছেন। অর্থাৎ, ব্রাজিল জাতীয় দলের সঙ্গে এই মুহূর্তে কেউ নেই। কাতার বিশ্বকাপের পর নতুন বছরে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে শুধু আর্জেন্টিনাই কোচ পাষ্টায়নি। সর্বশেষ এ মাসে কোচের শূন্যতা পূরণ করেছে উরুগুয়ে। মার্সেলো বিয়েলসাকে দেওয়া হয়েছে এই দায়িত্ব। আর্জেন্টিনা থেকে মেনেজস আগামী রবিবার ফিরবেন বলে জানিয়েছে প্লোবো। জুনে দুটি প্রীতি ম্যাচ আছে ব্রাজিলের। তখন এ দুটি ম্যাচের স্কোয়াড ঘোষণা করবেন তিনি। ১৭ জুন বার্সেলোনায় প্রথম ম্যাচে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ গিনি এবং তিন দিন পর লিসবনে প্রতিপক্ষ সেনেগাল।

সুচিকিৎসা

২৫ বর্ষ • ফর্ট সংখ্যা • ১ মে ২০২৩

নরমে গরমে

- প্রস্টেট ক্যান্সার
- পেইন ম্যানেজমেন্ট
- অ্যারিদিয়া
- গরমে ঘাম ও ঘামাতি
- গরমে জলবাহিত অসুখ
- গরমে অসুখে সতর্কতা

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে লগ অন করুন www.suchikitsa.in